কার্য শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

कार्यशिक्षण इयत्ता तिसरी (बंगाली माध्यम)

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস 2116 (প্র.ক্র. 43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-13.04.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাগত বর্ষ 2026-27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

কার্য শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে- 411004

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য, শ্রাব্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রী উপলব্ধ হবে।

First Edition
2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে-4

এই পুস্তকটির সকল অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই পুস্তকের কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যাবে না।

✻ কার্য শিক্ষণ সমিতির সদস্য ✻

শ্রীমতী পল্লবী আপটে	(অধ্যক্ষা)
শ্রীমতী লিনা তলাঠি	(সদস্য)
শ্রীমতী তেজস্বিনী ম্হস্কে	(সদস্য)
শ্রীমতী বন্দনা ফডতরে	(সদস্য)
শ্রী সুনীল মোরে	(সদস্য)
ডা. রূপেশ তাম্বে	(সদস্য)
শ্রীমতী গীতাঞ্জলি কাশিদ	(সদস্য)
শ্রী অঙ্কিত দেশমুখ	(নিমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতী রশ্মি রাজপুরকর	(নিমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী প্রকাশ পারখে	(নিমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী বিদ্যাধর ম্হাত্রে	(নিমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতী দীপালী জোগদণ্ড	(অভ্যাসক্রম সমন্বয়ক)
ডা. অজয়কুমার লোলগে	(সদস্য সচিব)

✻ সংযোজক ✻

ডা. অজয়কুমার লোলগে
বিশেষাধিকারী, কার্যানুভব (বি.কা.)
প্র. বিশেষাধিকারী, কলা

✻ বাংলা ভাষা সংযোজক ✻

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)

✻ ভাষান্তর বিষয়তজ্ঞ ✻

শ্রী মহিতোষ মন্ডল   শ্রী শংকর মন্ডল
শ্রী নারায়ণ মল্লিক   শ্রী তপন সরকার

কাগজ : 70 জিএসএম, ক্রিমওভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

✻ গুণমান সমীক্ষক ✻

ডা. এম. জি. গুরভ (গুণমান পরীক্ষক)
অ্যাড. সন্দেশ সাখরে (আইন বিশেষজ্ঞ)
ডা. অতুল জাধব (CWSN বিশেষজ্ঞ)

✻ নির্মিতি ✻

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
প্র. প্রধান নির্মিতি আধিকারী
শ্রী প্রশান্ত হরণে
নির্মিতি আধিকারী

✻ মুখপৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরীণ চিত্রাঙ্কন ✻

শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কালে
শ্রীমতী প্রাজক্তা কেরকর
শ্রী সোহম ওতারী

✻ অক্ষরাংকন ✻

সমৃদ্ধী, পুণে

✻ প্রকাশক ✻

শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মণ্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বই-25

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে।
(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

প্রস্তাবনা

প্রিয় শিক্ষার্থীবন্ধুরা,

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী তোমাদের বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, এই পুস্তক পড়তে তোমাদের ভালো লাগবে এবং নতুন নতুন ব্যবহারিক কার্যক্রম করার সুযোগ পাবে।

এই পাঠ্যপুস্তকে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি আশপাশের মানুষের কাজ, বিভিন্ন পেশা ও কারিগরদের কাজ সম্পর্কেও জানতে পারবে। ভালো আচরণ, একে অপরের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলা এবং সমাজে কীভাবে মিলেমিশে থাকতে হয়, তাও শিখতে পারবে।

পুস্তকটিতে নানা ধরনের কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে। যেমন- কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, পাতা ও ফুল দিয়ে আলপনা করা, মালা ও তোরণ তৈরি করা, বীজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা, মাটি দিয়ে খেলনা বানানো, বাড়ির আঙিনায় বাগান করা এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নেওয়া। এসব কার্যক্রম তোমাদের কল্পনাশক্তি, হাতের কাজের দক্ষতা এবং চিন্তাশক্তির বিকাশে সাহায্য করবে।

কার্যক্রম, ছবি, সংলাপ, গল্প, গান এবং খেলাধুলার মাধ্যমে শেখা আরও সহজ ও আনন্দদায়ক হবে। এই পাঠ্যপুস্তকে তোমরা নিজেরাই প্রতিটি কার্যক্রম করে শেখার সুযোগ পাবে। শিক্ষক তোমাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, তোমরা কী শিখেছ তা দেখবেন এবং তার নথি রাখবেন। প্রত্যেকে নিজের মতো করে শিখবে, চেষ্টা করবে এবং প্রতিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা!

এসো, তাহলে শিখি, করি এবং আনন্দ উপভোগ করি!

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ ও
পাঠ্যক্রম গবেষণা মণ্ডল, পুণে।

পুণে
তারিখ : 19 এপ্রিল 2026
ভারতীয় সৌর তারিখ : বৈশাখ শু. 2, শকে 1948,
অক্ষয় তৃতীয়া

শিক্ষকদের জন্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী নির্ধারিত ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা কাঠামোর আলোকে এবং প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কার্যশিক্ষা বিষয়ের এই পাঠ্যপুস্তক প্রথম বারের মতো প্রস্তুত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, কার্যভিত্তিক ও আনন্দময় শিক্ষা প্রদানই এই পাঠ্যপুস্তকের মূল উদ্দেশ্য। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময় কার্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতানির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য, সক্ষমতা ও শিখনফল বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম ও অনুশীলনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন দৈনন্দিন জীবনের কাজ, পরিবার ও আশপাশের মানুষের ভূমিকা, সামাজিক জীবনে ইতিবাচক আচরণ এবং বিভিন্ন পেশা ও কারিগরের কাজ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে, সে উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, হাতের কাজের দক্ষতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে কাগজের কাজ, পাতাফুলের রঙোলি, তোরণ ও মালা তৈরি, বীজ দিয়ে শিল্পকর্ম, মাটি দিয়ে খেলনা তৈরি, বাড়ির বাগান, শিক্ষাসফর, শব্দধাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণের মাধ্যমে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আকর্ষণীয় ছবি, ব্যবহারিক কার্যক্রম, রঙের সুষম ব্যবহার এবং হাতে-কলমে অনুশীলনের কারণে এই পাঠ্যপুস্তকটি আরও কার্যকর ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ে কার্যভিত্তিক শিক্ষা ও চিন্তাশক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা সক্ষমতা ও শিখনফলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সংলাপ, গল্প ও গানের মাধ্যমে পাঠদান ও শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গোলাপি রঙের বাক্সে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য (CG) সক্ষমতা (C), শিখন ফলাফল (LOs), শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি বিবেচনা করে সরকার নির্ধারিত পাঠকাল অনুযায়ী কার্যক্রমগুলির বিন্যাস করা হয়েছে। শিখনফলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে ধারাবাহিক ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন করা উচিত। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সময় সংবেদনশীলতা বজায় রেখে তাদের মত প্রকাশ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের যথাযথ সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে অনেক শিক্ষক ইতিমধ্যে নানান উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এ ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ও আলোকচিত্র পাঠ্যপুস্তক মণ্ডলের কাছে পাঠানোর অনুরোধ রইল। এই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার পর সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ পাঠ্যপুস্তক মণ্ডলকে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীকে দক্ষ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

কার্য শিক্ষা (বিষয় সমিতি)

পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য, দক্ষতা ও অধ্যয়ন ফলাফল

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG–1 : দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা।	
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–1.1 : পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানানো।	**একক : দৈনন্দিন কার্য**
উপএকক	**অধ্যয়নে ফলাফল (LOs)**
১) দৈনন্দিন কাজের বিবরণ।	১) পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে।
২) দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ	২) দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণের তথ্য জানে।
৩) কাজ অনুযায়ী যন্ত্রপাতির শ্রেণিবিন্যাস	৩) কাজ অনুযায়ী সরঞ্জাম ও উপকরণ শ্রেণিকরণ বলে।
৪) কাজে আমার অংশগ্রহণ	৪) দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–l. 2. : এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানানো।	**একক : পরিবেশের কাজসমূহ শনাক্তকরণ**
১) পরিবেশের ব্যক্তি ও তাদের কাজ	৫) পরিবেশের লোকজনের কাজ সম্পর্কে তথ্য জানায়।
২) পরিবেশের ব্যক্তিদের কাজের প্রয়োজনীয়তা।	৬) পরিবেশের মানুষের কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
	৭) পরিবেশের মানুষের কাজের অবিজ্ঞতা বলে।
পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG–2 : সামাজিক জীবন যাপনে ইতিবাচক আচরণ রাখা।	
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–2. 1. : বাড়িতে ও সমাজে ইতিবাচক আচরণ করা।	**একক : আমাদের আচরণ**
১) ইতিবাচক আচরণ	৮) সমাজে শিষ্টাচারের নিয়মকানুন বোঝে।
২) সামাজিক আচরণের অনুশীলন	৯) সমাজ ইতিবাচক আচরণবিধি অনুসারে আচরণ করে।
৩) পরিবার ও নিরাপত্তা	১০) সমাজ নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে শেখে।
	একক : সমাজ
১) সামাজিক ব্যবহারের নিয়ম	১১) সামাজিক ব্যবহারের নিয়ম বুঝে সেইভাবে ব্যবহার করে।
২) জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহার	১২) জরুরি পারিস্থিতির অর্থ বুঝে নেয়।
৩) স্ব-নিরাপত্তা	১৩) স্ব-নিরাপত্তার সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করে।
পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG–3 : বিভিন্ন পেশাজীবী/কারিগরদের কাজের কৌতূহল ও আগ্রহ প্রদর্শন করা।	
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–3.1 : এলাকার ব্যবসা ও পেশাজীবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা।	**একক : পরিষের ব্যবসয়ের পরিচিতি**
১) এলাকার পেশাজীবির পরিচিতি	১৪) এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।
২) পরিবেশের পারম্পরিক ব্যবসা	১৫) এলাকার পারম্পরিক ও আধুনিক ব্যবসায়ের তথ্য জেনে নেয়।
৩) পরিবেশের আধুনিক ব্যবসা	১৬) পরিবেশের পারম্পরিক ও আধুনিক ব্যবসায়ের ভিন্নতার তথ্য জেনে নেয়।
৪) ব্যবসায়ের ভিন্নতা	১৭) পারম্পরিক ও আধুনিক ব্যবসায়ের ভিন্নতা বলে।
৫) শ্রমের মর্যাদা	১৮) পারিবেশের পেশাজীবি কারিগরদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে।
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–3.2 : এলাকার জীবনভিত্তিক উৎপাদনশীল কার্যক্রম সম্পর্কে জানা	**একক : প্রকৃতি এক উৎস**
১) পুষ্টিবাগান	১৯) বাড়ির পুষ্টিবাগান সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করে।
২) পশু-পাখি সম্পর্কিত ব্যবসা	২০) পাশু-পাখি সম্পর্কিত ব্যবসার তথ্য প্রাপ্ত করে।
পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG–4 : বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশ করা।	**একক : দক্ষতা উন্নয়ন**
পাঠ্যক্রমিক দক্ষতা : C–4.1 : হস্তকৌশালের দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিকাশ।	
১) হস্ত দক্ষতার উন্নয়ন	২১) দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
২) যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন	২২) দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগ দক্ষতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করে।
৩) কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন	২৩) জানা কারিগরি দক্ষতা নির্ভুলভাবে ব্যবহার করে।
	২৪) সম্ভাষণ কৌশলের ব্যবহার করে যোগাযোগ করে।

সূচীপত্র

অ.ক্র.	ঘটক	পৃষ্ঠ
১.	দৈনন্দিন কার্য	১
২.	উপকরণের ব্যবহার	৩
৩.	বাড়ির কাজের সাহায্য	৭
৪.	রান্না প্রণালী	১০
৫.	আমার পরিবেশ	১১
৬.	পুষ্টিবাগান	১৪
৭.	পরিবেশের ব্যক্তি ও তাদের কাজ	২০
৮.	কাজের উপযোগিতা	২৫
৯.	হস্তকৌশল-১	২৯
১০.	আমাদের আচরণ : ইতিবাচক আচরণ	৩২
১১.	পরিবার ও নিরাপত্তা	৩৫
১২.	সামাজিক আচরণের নিয়ম	৩৯
১৩.	জরুরি পরিস্থিতিতে আচরণ	৪৩
১৪.	স্ব-নিরাপত্তা : ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ	৪৫
১৫.	পরিবেশের পেশা পরিচিতি	৪৮
১৬.	শ্রমের মর্যাদা	৫৬
১৭.	হস্তকৌশল-২	৫৭
১৮.	পশুপাখি সম্পর্কিত ব্যবসা	৫৯
১৯.	মৎস্য ব্যবসা	৬৪
২০.	প্রয়োজনীয় দক্ষতা	৬৬
২১.	প্রযুক্তিতে পরিবর্তন	৭৪
২২.	কম্পিউটারের অংশ পরিচয়	৭৬

দ্রষ্টব্য : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রক্রিয়ায় সাংকেতিক ভাষা এবং অন্যান্য সহায়ক অধ্যাপন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন।

১. দৈনন্দিন কার্য

দৈনন্দিন কাজ বলতে সেইসব কাজ বোঝায়, যেগুলো আমাদের প্রতিদিন করতে হয়। এই কাজগুলো সময় মতো এবং সঠিকভাবে করলে আমাদের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আনন্দময় হয়। এতে আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং আমরা সুস্থ ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠি। তাই দৈনন্দিন কাজ আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমার কৃতি

১. দেওয়া ছবিগুলো লক্ষ্য করো এবং কে কী করছে সে বিষয়ে চর্চা করো।

২. কে কী করে?

ছবিগুলো দেখে কে কী কাজ করছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

১) ঠাকুরমা - ....

২) দিদি - ....

৩) বাবা - ....

৪) ঠাকুরদা - ....

৫) মা - ....

৬) দাদা - ....

৩. তোমার বাড়ির লোকেরা কে কোন কাজ করে তার তথ্য নীচের খালি জায়গায় লেখো।

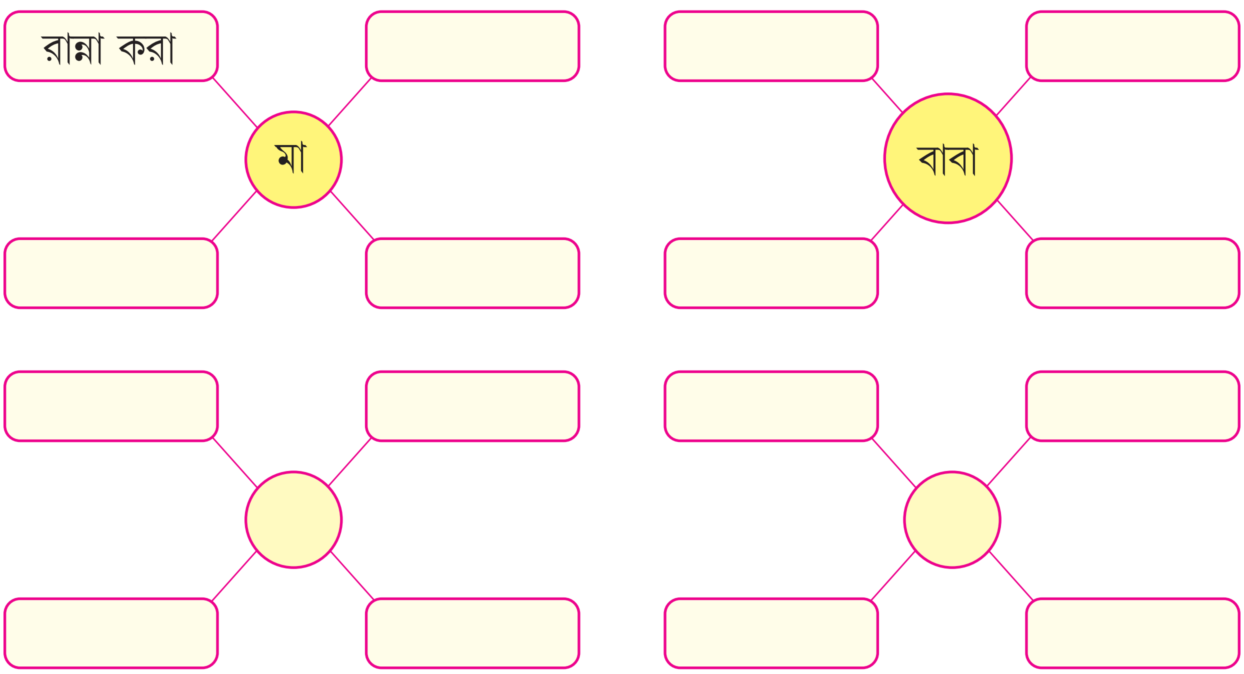

পা. উ. ১
পা. দ. ১.১
অ. ফ. ১

• বাড়ির দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে আলাপআলোচনা করো।

২. উপকরণের ব্যবহার

আমরা প্রতিদিন অনেক কাজ করি। এই কাজগুলো করার জন্য বিভিন্ন জিনিস লাগে। এই ধরনের জিনিসগুলোকেই উপকরণ বলা হয়। এসো, তাহলে কিছু উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হই।

চাকি ও বেলন

ঝাড়ু

তাওয়া

থালা

শলার ঝাড়ু

বালতি

টয়লেট পরিষ্কার করার ব্রাশ

ঝারী

কাস্তে

গামলা

ডেকচি

চিরুনি

আমার কৃতি

১. ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করো। ছবির বস্তুগুলোর নাম বলো এবং তার ব্যবহার লেখো।

বস্তু (ছবি)	বস্তুর নাম	ব্যবহার

২. বাড়ির দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের ছবি সংগ্রহ করে লাগাও এবং তার নিচে নাম ও ব্যবহার লেখো।

নাম .... নাম .... নাম ....
ব্যবহার .... ব্যবহার .... ব্যবহার ....

নাম .... নাম .... নাম ....
ব্যবহার .... ব্যবহার .... ব্যবহার ....

নাম .... নাম .... নাম ....
ব্যবহার .... ব্যবহার .... ব্যবহার ....

৩. আমার জোড়া খুঁজে নাও

রুটি

গ্যাস চুলা

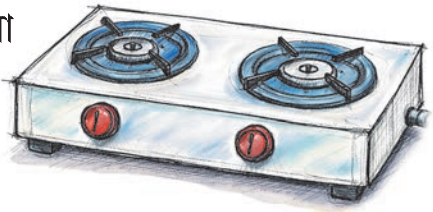

লুচি

ফুল গাছ

মাটি

ঘাস

কড়াই

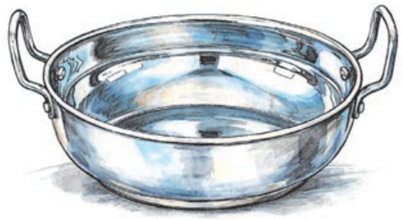

ঝারী

তাওয়া

লাইটার

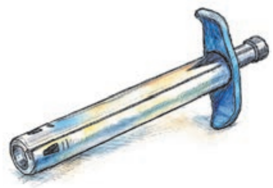

ঘাস কাটার কাঁচি

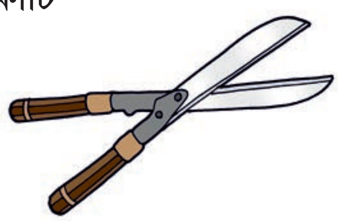

গামলা

৪. চিনে বলো আমি কে?

১) রুটি–ভাকরির আটা মাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

২) ফুলগাছে জল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৩) গাছ লাগানোর সময় গর্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৪) শস্য কুটার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৫) গরম ডেকচি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৬) কুচি-কুচি কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৭) বিদ্যুৎ না থাকলে মসলা বাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৮) নোংরা হাত পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

৯) শস্য ঝাড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

১০) গ্যাস চুলা বা উনোন জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ....

পা. উ. ১
পা. দ. ১.২
অ. ফ. ২, ৩

• আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বাগানের কাজ করার জন্য কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা জিজ্ঞাসা করবেন এবং একটি তালিকা তৈরি করিয়ে নেবেন।

৩. বাড়ির কাজের সাহায্য

পরিবারের সকল সদস্যদের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা উচিত। ফলে কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হয়। এতে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরিবারের ভালোবাসা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

আমার কৃতি

১. এসো গান গাই

এসো আমরা সবাই আলোচনা করি,
বাড়ির কাজে সাহায্য করি।

মা-ঠাকুরমাকে রান্নার কাজে সাহায্য করি,
খাবার বানিয়ে, সবাই মিলে ভোজন করি।

দাদার সাথে বসে তরকারি কাটি,
তাঁর সাহায্য করে, আবর্জনা ছাঁটি।

বাগানেতে ঠাকুর দাদাকে সাহায্য করি,
গাছগুলোতে জল দিয়ে, তাদের বাড়িয়ে তুলি।

কাকা-বাবা সবজি আনেন, কাপড়ের থলি ওঁদের দেবো,
থলি উঠিয়ে, দুজনকেই সাহায্য করবো।

দিদি-কাকিমারা রঙ্গোলী বানান রকমারি,
রঙ্গোলী সাজানোতে, চলো আমরা সাহায্য করি।

ঘরের কাজে সকলকে সাহায্য করি
সাহায্য করে সবাইকে আনন্দিত করি।

- উচিত আরোহ অবরোহ ও লয় তাল সহ গানটি গাওয়াবেন। বাড়ির কাজে একে অপরকে সাহায্য করার উপযোগিতা বোঝাবেন।

২. নিচের ছবিগুলোতে বাড়ির সদস্যরা বিভিন্ন কাজ করছে। এর মধ্যে যেসব কাজে তুমি সাহায্য কর, সেই ছবির সামনে ✓ চিহ্ন দাও।

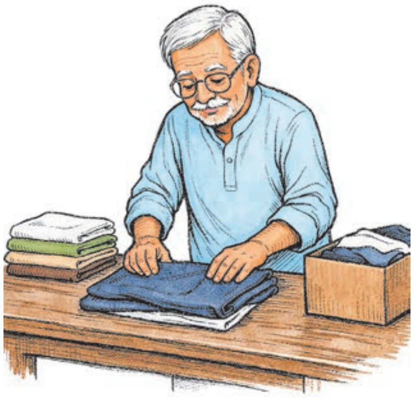

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো।

১) তুমি কি বাড়ির কাজে সাহায্য করো?

....

২) তুমি যে কাজগুলোতে সাহায্য করো, তার মধ্যে কম পক্ষে পাঁচটি কাজের একটি সূচী তৈরি করো।

....

....

....

....

....

....

পা. উ. ১
পা. দ. ১.১
অ. ফ. ৪

- শিক্ষার্থীদের দিয়ে বাড়ির কাজ করার নাট্যরূপ অভিনয় করাবেন।

৪. রান্না প্রণালী

বাড়িতে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করেও সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। এতে পুষ্টিগুণও পাওয়া যায়। এইভাবে আমরা জ্বালানি ছাড়া একটি রান্না প্রণালী করব।

আমার কৃতি

নীচের ছবিটি লক্ষ্য করো এবং উপলব্ধ উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে '**ঢাকা পোহা**' তৈরি করো।

উপকরণ ও সরঞ্জাম

চিঁড়া (পোহা), পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, নুনেভাজা চিনাবাদাম, চিনি, লবণ, লেবু, টমেটো, কোরানো নারকেল, চামচ, বাটি ও পাত্র।

১. একটি পাত্রে চিঁড়া নাও।

২. পেঁয়াজ, টমেটো ও লঙ্কা কেটে নাও।

৩. চিঁড়ার মধ্যে কাটা পেঁয়াজ, টমেটো, লঙ্কা, চিনাবাদাম, কোরানো নারকেল, চিনি, লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে নাড়ো।

৪. পাত্রটি একটি থালা দিয়ে ঢেকে দাও।

৫) ঢাকনার ওপর ভারী কিছু রেখে ১৫ মিনিট এভাবে রেখে দাও।

৬) '**ঢাকা পোহা**' প্রস্তুত।

- ঢাকা পোহা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আনতে বলবেন শ্রেণীতে শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ঢাকা পোহা তৈরি করে নেবেন।

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
অ. ফ. ২২

৫. আমার পরিবেশ

আমাদের ঘর বাড়ি ও তার চারপাশের এলাকাকে পরিবেশ বলা হয়। এর মধ্যে স্কুল, রাস্তা, বাড়ি, গাছ, বাগান, প্রাণী, পাখি, চাষের জমি, মাটি, পাথর, নদী, নালা, হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি সব জীবিত ও জড় বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১. শহুরে পরিবেশ

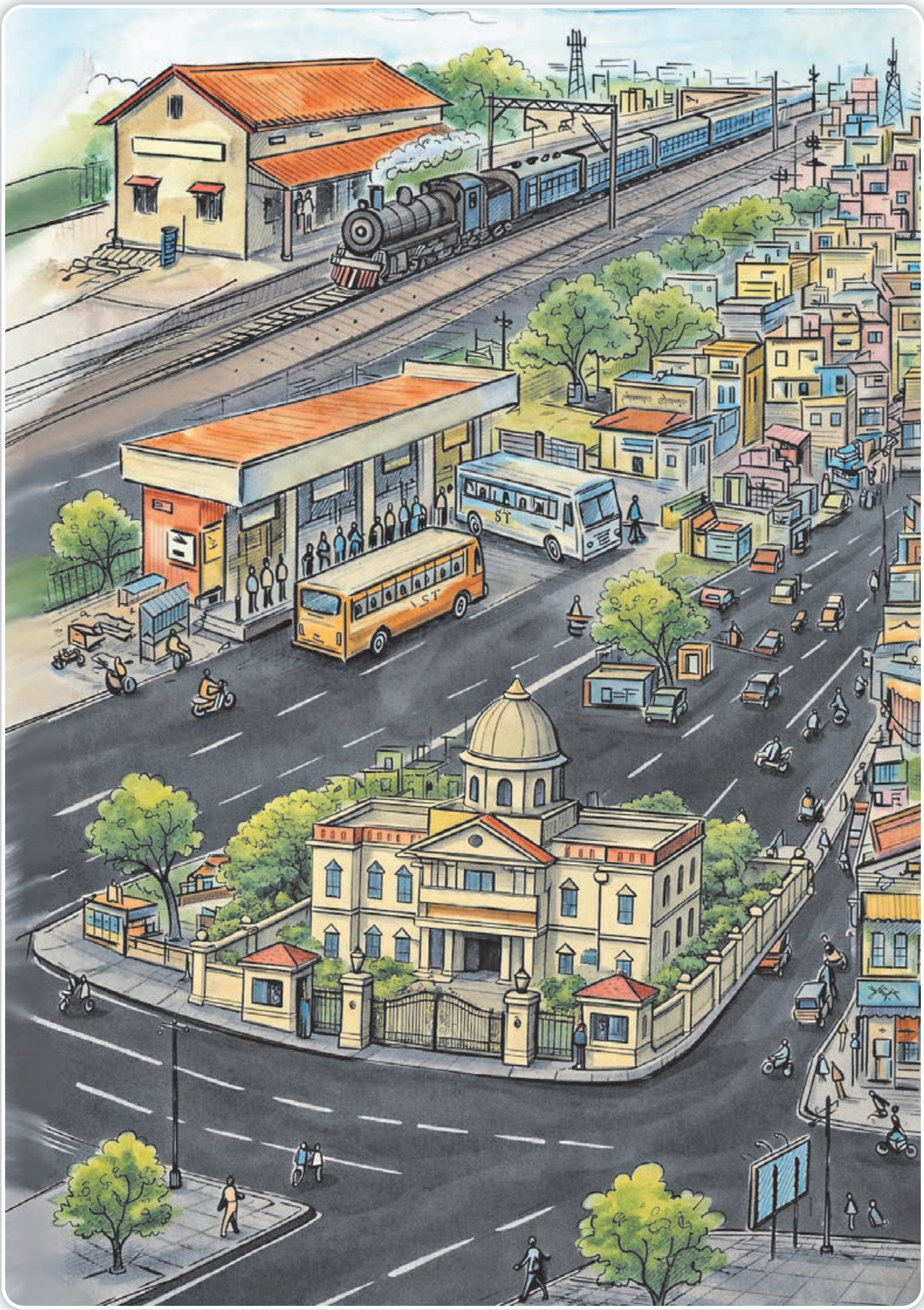

২. গ্রাম্য পরিবেশ

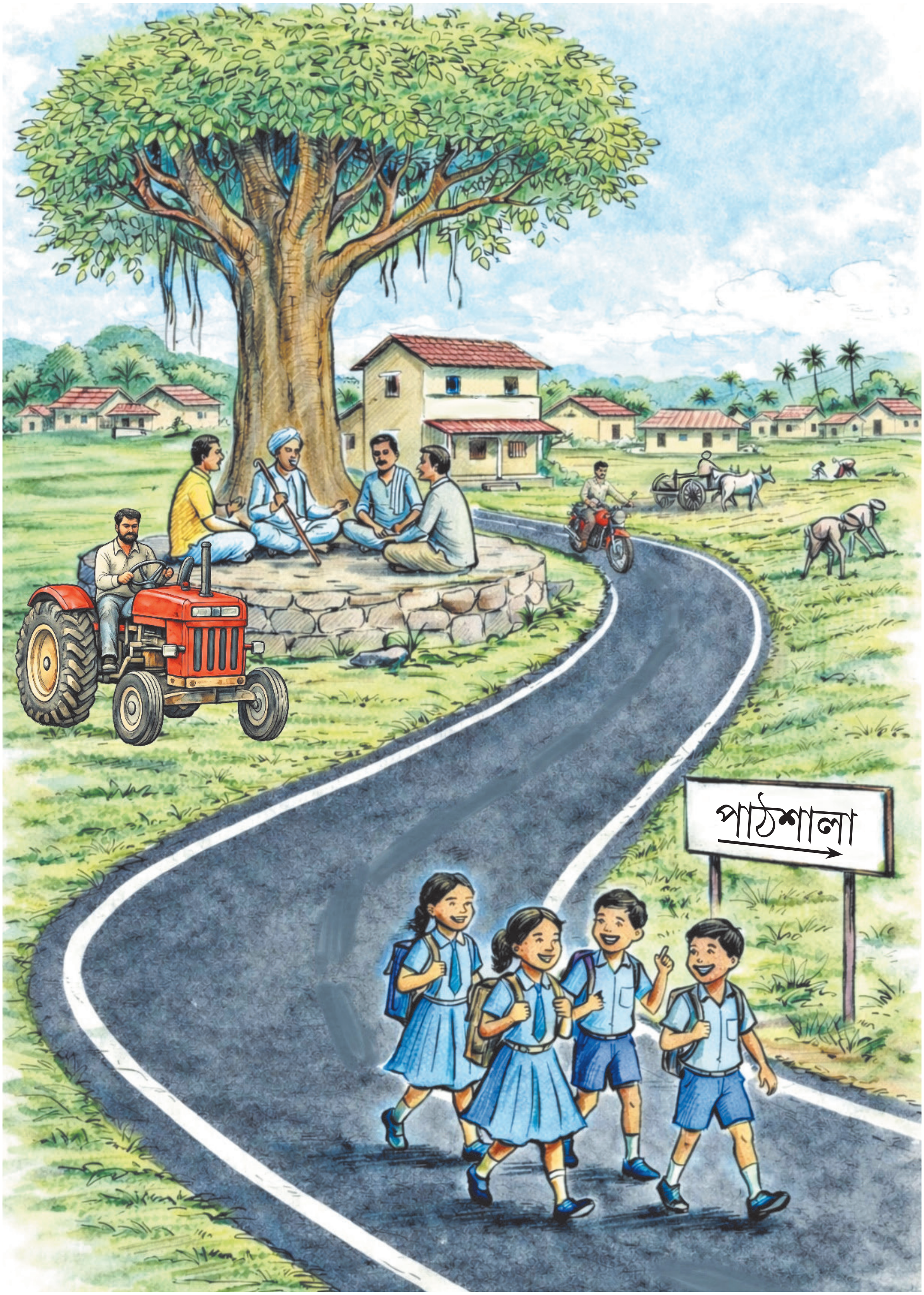

আমার কৃতি

১. দেওয়া ছবিগুলি নিয়ে চর্চা করো।

১) প্রদত্ত ছবি দুটির মধ্যে পার্থক্য বলো।

২) ছবিতে ছেলে মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে?

৩) তুমি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কী কী দেখতে পাও?

৪) তোমার পরিবেশের অন্তত পাঁচটি জিনিসের নাম বলো।

২. তোমার পরিবেশের একটি ছবি আঁকো।

পা. উ. ১

পা. দ. ১.২

অ. ফ. ৫

• শহুরে পরিবেশ ও গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে বলবেন।

৬. পুষ্টিবাগান

ঘর, স্কুল বা আশেপাশের এলাকায় উপলব্ধ জায়গায় গাছ লাগিয়ে যে ছোট বাগান তৈরি করা হয় তাকে পুষ্টিবাগান। এই বাগানে অল্প পরিমাণে সবজি ও ফল চাষ করা হয়।

পুষ্টিবাগানে ফলজ সবজি, শাক সবজি, ঔষধি গাছ এবং ফলের গাছ লাগানো হয়।

যেমন- সিম, ঢেঁড়স, লেমনগ্রাস, টমেটো, শসা, লেবু, জোয়ান, আদা, ঝিঙে ধুন্দুল, করলা, নারকেল, পেয়ারা, আতাফল, তুলসি, ফুলের গাছ ইত্যাদি।

এগুলো চাষ করলে আমরা তাজা ফল, ফুল, পাতা, সবজি এবং ঔষধি গাছ পাই। পুষ্টিবাগানে চারা লাগানোর জন্য ফলের গাছ, সবজি ও ফুলের গাছের চারা সরকারি নার্সারি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি নার্সারিতে পাওয়া যায়।

পুষ্টিবাগানের কারণে ঘরে বসে তাজা ফল ও সবজি পাওয়া যায়, যা সঠিক পুষ্টি দিতে সাহায্য করে।

এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। বাজার থেকে ফল-সবজি কেনার খরচ কমে যায়। অতিরিক্ত উৎপাদন হলে তা বিক্রি করে আয়ও করা যায়।

আমার কৃতি

১) পুষ্টিবাগানের সবজিগুলোর নাম বলো।

২) বাড়ি কিংবা বিদ্যালয়ের পুষ্টিবাগানের রোপন করার জন্য কোন চারাগুলি বেছে নেবে?

৩) শব্দ ধাঁধার মধ্যে লুকানো ঔষধি গাছের নাম লেখো

নি	ম	বে	তু	ল	সী
পি	পু	ল	জ্বা	ব	তী
এ	থ	অ	ঘ	ঙ্গ	হ
লা	শ	জু	বা	ধ	লু
চ	×	×	ন্দ	ন	×
স	বা	দ	আ	দা	×

- আশেপাশের পুষ্টিবাগানে কিংবা সবজির বাগানে ভ্রমণ করে সেখানের শাক সবজি, ফলগাছের তথ্য বুঝিয়ে বলবেন।
- পুষ্টিবাগে কোন কোন ফলগাছ, শাকসবজি, ফুলগাছ দেখা গেছে তার সূচী তৈরী করতে বলবেন।
- ক্ষেত্রপরিদর্শন এই উপক্রমটি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

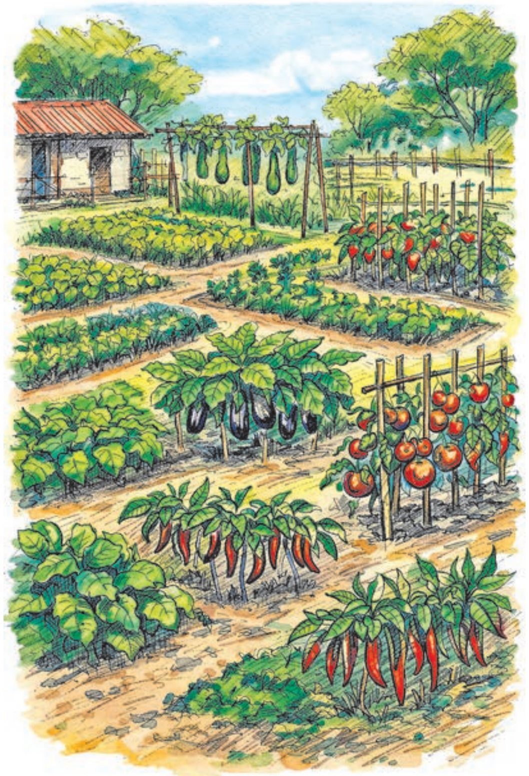

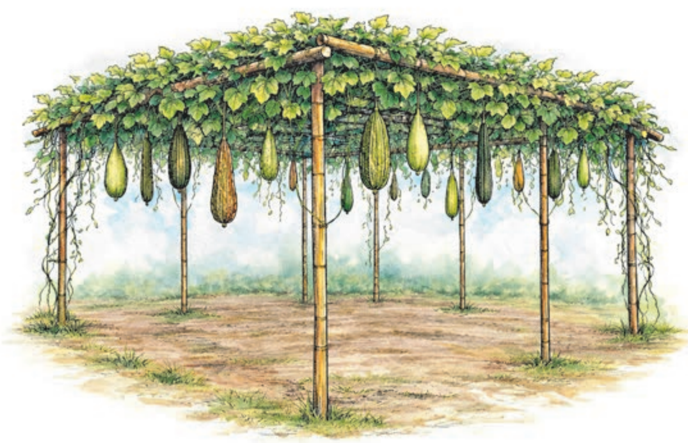

আমার কৃতি

১. পুষ্টিবাগানের সবজিগুলোর নাম বলো।

---

২. তোমার পছন্দের সবজিগুলোর একটি সূচী তৈরি করো।

---

৩. ভিন্নটি চিহ্নিত করো এবং তার চারপাশে গোল দাও।

১) টমেটো, বেগুন, মেথি, শিমলা মির্চ (ক্যাপসিকম)।

২) করলা, শসা, ঝিঙে, টকপালং

৩) পালংশাক, আদা, ধনেপাতা, থানকনি

৪) গাজর, বিট, মুলা, ঢেঁড়স

- স্কুলের বাগানে গাছগুলিতে জল দেওয়ার পরিকল্পনা করবেন।
- মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রয়োজনীয় সবজি ও ফলজ সবজি স্কুলের বাগানে লাগাতে বলবেন।
- অভিভাবকদের সঙ্গে সবজি বাজার বা সাপ্তাহিক হাটে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।

◈ টবে চাষ

কখনও কখনও বাড়ি বা স্কুলে গাছ লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সে ক্ষেত্রে টব (কুন্ডি)তে গাছ লাগানো হয়।

টবের বিভিন্ন আকার

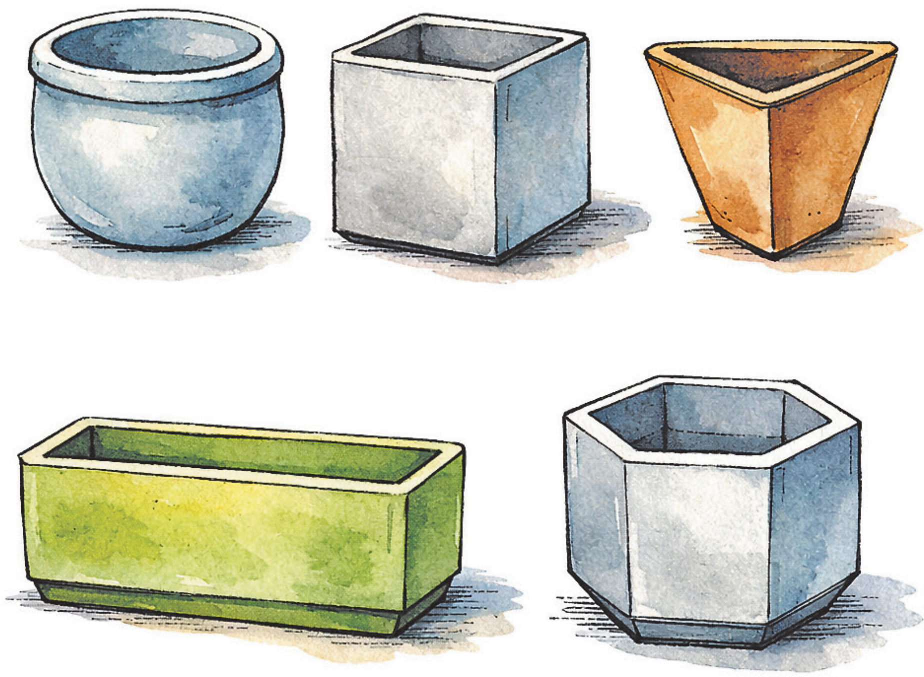

আমার কৃতি

১) ছবির টবটি সুন্দরভাবে সাজাও।

- কোন কোন গাছ টবে লাগানো যায় সে সম্পর্কে তথ্য দেবেন।
- প্রত্যক্ষভাবে টবে গাছ লাগিয়ে দেখাবেন।

◈ আমার ছোট বাগান

পুষ্টিবাগানের কাজ : পরসবাগের গাছে জল দেওয়া, মাটি চালা, সার মেশানো, আগাছা পরিষ্কার করা, বেড়া দেওয়া, বীজ বপন করা, নতুন চারা লাগানো, গাছের বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ করা এই ধরনের কাজ করতে হয়। এই কাজগুলো করার সময় বাগানের সরঞ্জাম সাবধানে ব্যবহার করা এবং কাজ শেষে নিজের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

আমার কৃতি

১) তুমি যে গাছটি লাগিয়েছ, তাতে গাছের নাম লেখা একটি কাগজ লাগাও।

২) বাগানে কাজ করার সময় যে সব উপকরণ লাগে, তার একটি সূচী তৈরি করো।

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.২
অ. ফ. ১৯

• বাগানে কাজ করার সময় কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত সে বিষয়ে নির্দেশনা দেবেন।

পালং-মেথি সালাদ

পুষ্টিবাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করা হয়। এই শাকসবজি ব্যবহার করে পুষ্টিকর সালাদ তৈরি করা যায়।

আমার কৃতি

নিচের উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে পালং-মেথি সালাদ তৈরি করো।

উপকরণ ও সরঞ্জাম

মেথিপাতা, পালংশাকের পাতা, পেঁয়াজ, টমেটো, লবণ, লেবু, লাল মরিচ গুঁড়ো, চাট মসলা, পাত্র, বড় চামচ, ছুরি ইত্যাদি।

প্রণালী : মেথি ও পালংশাকের পাতা বেছে নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ছাঁকনিতে জল ঝেরে নাও। টমেটোও ধুয়ে নাও। তারপর মেথি, পালংশাক, পেঁয়াজ ও টমেটো ছোট করে কেটে একটি পাত্রে একসঙ্গে মেশাও। এতে স্বাদমতো লবণ, লাল মরিচ গুঁড়ো ও সামান্য চাট মসলা দিয়ে চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নাও। প্রস্তুত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মেথি পালং সালাদ সবাই মিলে খাও।

- প্রদত্ত কৃতিটি লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের উপলব্ধতা অনুযায়ী উপকরণ আনতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কৃতিটি সম্পন্ন করাবেন।

৭. পরিবেশের ব্যক্তি ও তাদের কাজ

পরিবেশে অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে, তাই আমাদের জীবন সুষ্ঠুভাবে চলে। এর মধ্যে কিছু পেশাগত কাজ সম্পর্কে আমরা জানব।

গোয়ালা

দর্জি

ফুল-মালা বিক্রেতা

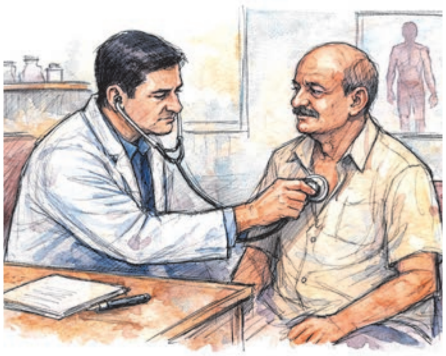

ডাক্তার-রোগী পরীক্ষা করছেন

পরিচ্ছন্নতা কর্মী

ফল বিক্রেতা

সংবাদপত্র বিক্রেতা

শিশুযত্নকেন্দ্র (পালনাঘর)

মোবাইল বিক্রয় কেন্দ্র

- ছবিতে দেখানো পেশাজীবীদের কাজ সম্পর্কে তথ্য দেবেন।

আমার কৃতি

১. তোমার আশেপাশে দেখা যায় এমন চারটি ভিন্ন পেশায় কাজ করা ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য বলো।

২. তোমার আশেপাশে দেখা যায় এমন অন্য ব্যক্তিদের কাজের ছবির সংগ্রহ করো ও লাগাও।

- বিভিন্ন পেশাগত ব্যক্তির ছবি কিংবা তথ্য বড়দের কাছ থেকে জেনে নাও।

৩. আমার কাজের পরিচয়

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

কাজ ....

....

৪. ফাঁকা জায়গায় সঠিক অক্ষর লিখে পেশাগত ব্যক্তিদের নাম সম্পূর্ণ করো।

১. শি ____ ____ ক

২. ____ ক্তা ____

৩. ব্যা____ ____ য়ী

৪. অ____ নে____

৫. সাং____দি ____

৬. আ____বী____

৫. তোমার পরিবেশে দেখা যায় এমন কিছু পেশাগত ব্যক্তিদের কাজের তালিকা তৈরি করো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- পরিবেশে বিভিন্ন কাজ করা ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে ডেকে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের করে দেবেন।

৮. কাজের উপযোগিতা

আমাদের আশেপাশের ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ করে। তাই একে অপরের কাজে সাহায্য হয়। এজন্য প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ।

আমার কৃতি

১. নিচের ছবিগুলিতে ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ করছে। সেই কাজগুলোর নাম বলো এবং আমাদের কী উপকার হয় তা লেখো।

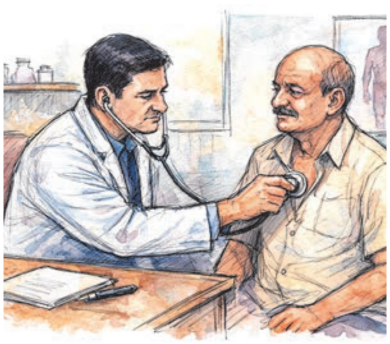

চিত্রের কাজগুলির ব্যবহার।

১. .... ২. ....

৩. .... ৪. ....

৫. .... ৬. ....

৭. .... ৮. ....

২. এগুলি ছাড়া আর কোন কোন কাজের জন্য আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

....

....

....

....

৩. এক কথায় উত্তর লেখো।

১) যানবাহন ধোয়ার স্থান ....

২) যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি ....

৩) বাড়িতে চিঠি ও পার্সেল পৌঁছে দেয় যে ....

৪) জিনিসপত্র বিক্রি করে যে ....

৫) বাসে টিকিট দেয় যে ....

৬) শস্য উৎপাদনকারী ....

৪. বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

....

....

....

....

৫. তালিকা পূরণ করো।

ব্যক্তি	কাজ	উপকারিতা
শিক্ষক	ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন	ছাত্র ছাত্রী সুশিক্ষিত হয়
কৃষক		খাদ্যশস্য পাওয়া যায়
	রোগের চিকিৎসা করেন	আমাদের রোগ ভালো হয়।
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	রাস্তা পরিষ্কার করেন	
ট্রাফিক পুলিশ		যানবাহন চলাচল সুশৃঙ্খল থাকে
পোস্টম্যান		মানুষ সময়মতো চিঠি ও পার্সেল পায়
দোকানদার	দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করেন	
মালি (বাগান পরিচর্যাকারী)		বাগান সুন্দর ও সুশোভিত হয়
ইলেকট্রিশিয়ান	বৈদ্যুতিক যন্ত্র মেরামত করেন	
নল বা পাইপ মিস্ত্রি	কল ও পাইপ মেরামত করেন জলের ব্যবস্থা ঠিক থাকে	

পা. উ. ১
পা. দ. ১.২
অ. ফ. ৬

• বিভিন্ন ব্যক্তির কাজের উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন।

◈ আমার প্রিয় কাজ

৬. নিচে দেওয়া বিভিন্ন পেশাজীবীদের কাজের মধ্যে তোমার পছন্দের কাজের নিচে ✓ এই চিহ্ন দাও।

- শিক্ষার্থীদের পছন্দের কাজ সম্পর্কে তথ্য জিজ্ঞাসা করবেন।
- বিভিন্ন পেশাজীবীদের নাট্যভিনয় করাবেন। তারা কোন কাজ করছে তা শনাক্ত করার খেলা নেবেন।

৯. হস্তকৌশল-১

অন্যের প্রতি মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং শুভেচ্ছা জানানোর জন্য শুভেচ্ছা কার্ডের ব্যবহার করা হয়।

আমার কৃতি

১. শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করা।

নিচে দেওয়া উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে ছবিতে দেখানো ক্রমানুসারে কাজ করো।

উপকরণ ও সরঞ্জাম

গোলাপি কার্ডশিট, সাদা কার্ডশিট, কাঁচি, আঠা বা গাম, স্কেচপেন, গ্লিটার পেন ইত্যাদি।

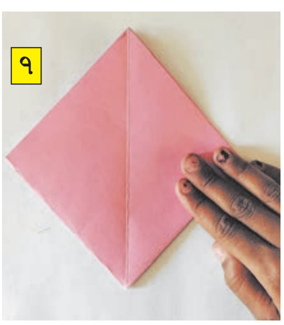

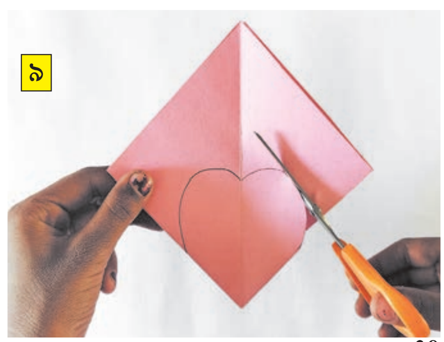

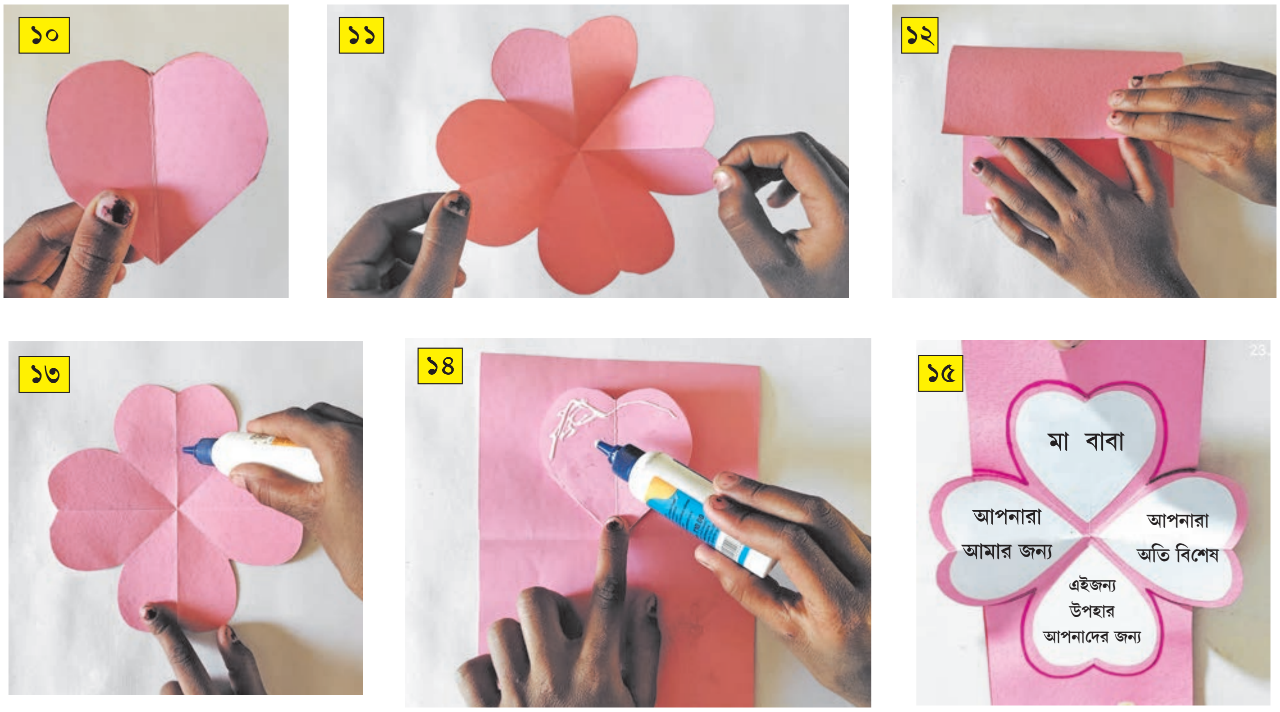

২. শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের দেওয়ার জন্য একটি শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করো।

৩. রঙিন কাগজ দিয়ে একটি পাখি তৈরি করো।

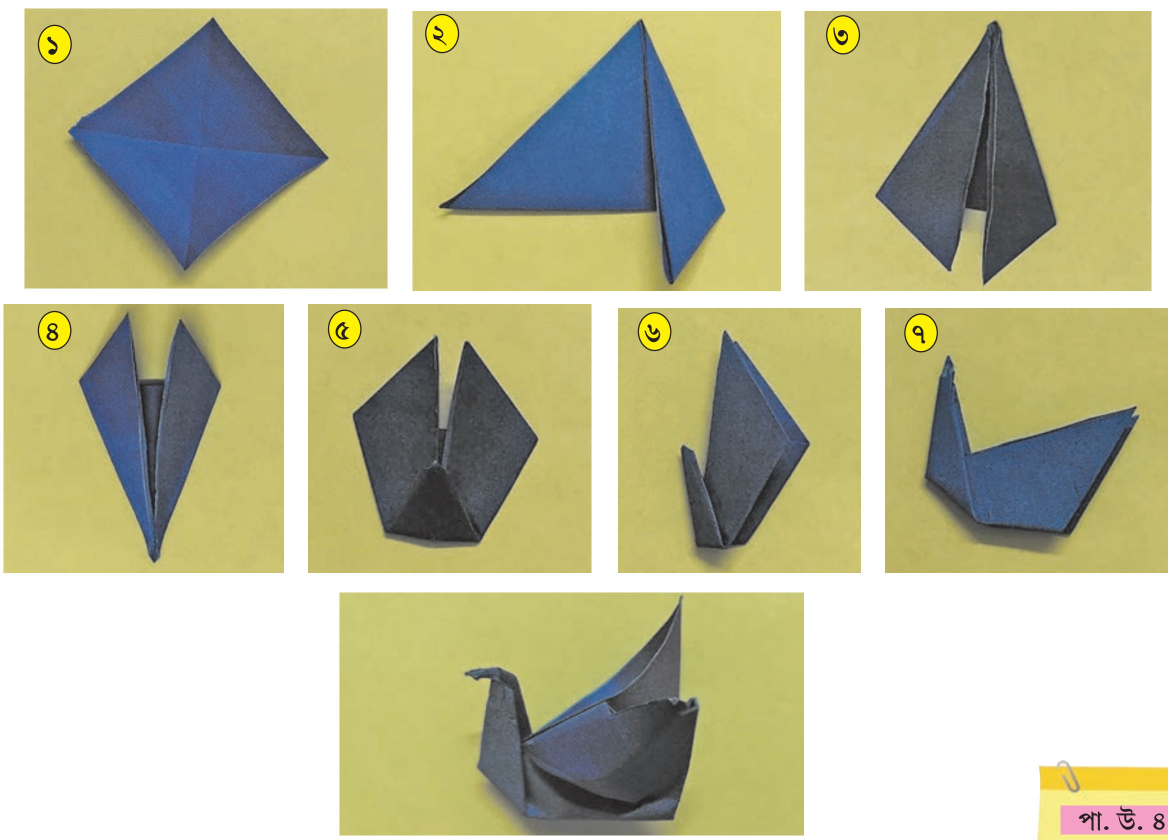

- শুভেচ্ছা কার্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম নিয়ে আসতে বলবেন।
- উপকরণ ও সরঞ্জাম নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে বলবেন।

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
অ. ফ. ২২

◈ মাটির জিনিস তৈরি করা

৪. দেওয়া ক্রম অনুযায়ী কৃতি করে মাটির মোবাইল তৈরি করো।

উপকরণ ও সরঞ্জাম

১. নরম মাটি	২. জল	৩. মাটি ভিজানোর পাত্র
৪. সাজানোর জন্য রং	৫. হাত মোছার কাপড়	৬. ব্রাশ

১. মাটি ভিজানো

২. মাটি মাখা

৩. হাতে দিয়ে মাটির

৪. বস্তু ঘোরানো

৫. বস্তুতে রং করা

- শিক্ষার্থীদের ফল, বিভিন্ন বস্তু, খেলনা ইত্যাদি তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের তৈরি করা জিনিসের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

পা. উ. ১
পা. দ. ১.২
অ. ফ. ৭

১০. আমাদের আচরণ : ইতিবাচক আচরণ

রাহুল খেলনা নিয়ে খেলা শেষ করার পর সেগুলো ঠিকভাবে নিজের জায়গায় রেখে দিল। এটা দেখে তার মা খুব খুশি হলেন এবং তাকে প্রশংসা করলেন। অনন্যার পা ভুল করে দাদুর চশমায় লেগে যায়। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে মাফ করবেন বলল এবং চশমাটি ঠিকভাবে তুলে রাখল। এগুলি ইতিবাচক আচরণের উদাহরণ।

আমার কৃতি

ইতিবাচক আচরণ অর্থাৎ শিষ্টাচার।

১. নিচের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং যে ছবিতে সঠিক আচরণ দেখানো হয়েছে ✓ চিহ্ন

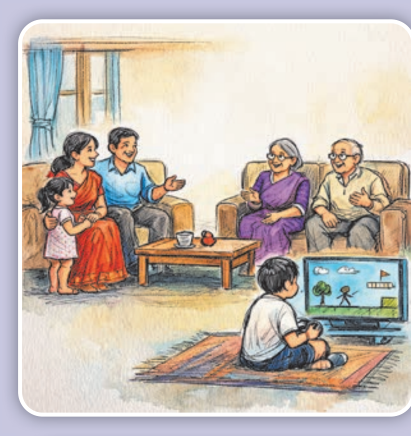

২. তুমি কী করবে?

১. দাদু সংবাদপত্র পড়ার জন্য চশমা খুঁজছেন।

২. মা বাজার থেকে জিনিসপত্রের ব্যাগ নিয়ে আসছেন।

৩. বাবা অফিস থেকে বাড়ি এসেছেন।

৪. বাড়িতে অতিথি এসেছেন।

৫. বাড়ির একটি ঘরে কেউ নেই, তবুও লাইট ও পাখা চলছে।

৬. রাস্তায় কলার খোসা পড়ে আছে।

৭. বাড়িতে সংবাদপত্র, পত্রিকা ও বইপত্র ছড়িয়ে আছে।

৮. টবের গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।

৯. স্কুলব্যাগ মাটিতে পড়ে আছে এবং তার ভিতরের খাতাবই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

১০. বাড়িতে জলের নল খোলা আছে।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.১
অ. ফ. ৮

• ছবির ভিত্তিতে ইতিবাচক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

◈ ইতিবাচক অনুকরণ

পরিবার ও সমাজের মানুষের ভালো গুণ ও অভ্যাস লক্ষ্য করে সেই অনুযায়ী আচরণ করাকেই ইতিবাচক অনুকরণ বলে।

আমার কৃতি

তোমার পরিবারের বড়দের কোন কোন ভালো আচরণ তুমি অনুসরণ করো তা লেখো।

____

____

____

পা. উ. ২
পা. দ. ২.১
পা. ফ. ৯

- 'অনুকরণ' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবেন। এর মধ্যে থাকা ইতিবাচক আচরণের কাজগুলোর অভিনয় করাবেন।

১১. পরিবার ও নিরাপত্তা

আমার কৃতি

১. চলো গান গাই

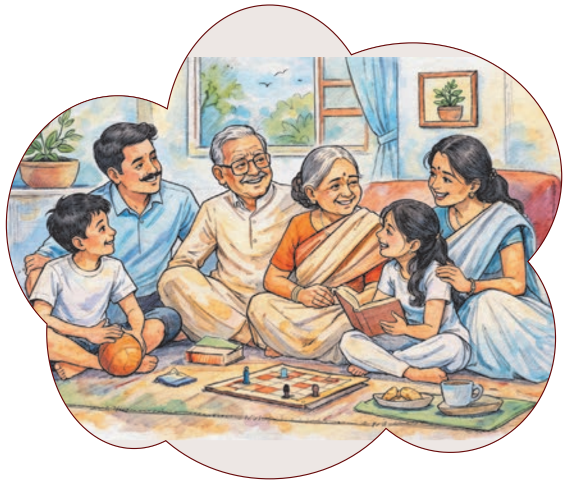

আমার পরিবার, সুখী পরিবার
স্নেহ মমতায় ভরা পরিবার!
মা-বাবা, দিদি-ভাই
ঠাকুমা-ঠাকুরদা মিলে থাকি সবাই!

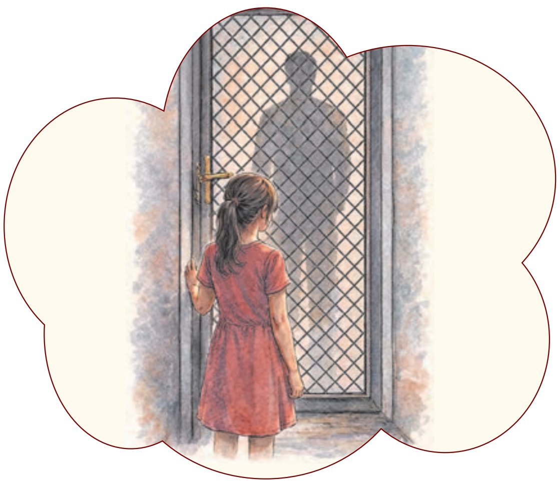

বাড়ির সুরক্ষা-মোরা রাখব সদা
সাবধান থাকার চেষ্টা করব সর্বদা!
অচেনা মানুষ দেখলে দেব দরজা টেনে
পরিবারের নিয়ম নিরাপত্তা চলব মেনে!

বিদ্যুৎ গ্যাস ও জলের নল
সাবধানে ব্যবহার করব সকল!
দরজা, জানলা বন্ধ করে,
বাইরে যাব দরজায় তালা লাগিয়ে।

একে অপরের সব খেয়াল করি,
বাড়ির নিরাপত্তা সর্বদা জরুরি!

নিজের বাড়ির নিরাপত্তা বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব।

- পরিবার ও সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে ছোট ছোট ঘটনা বলে তার অভিনয় করাবেন।

২. বল তো দেখি

১) অপরিচিত ব্যক্তি দরজায় এলে তুমি কী করবে?

২) বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তুমি কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে?

৩) জলের নল বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করার সময় তুমি কী কী সাবধানতা নেবে?

৪) তোমার বাড়িতে নিরাপত্তার জন্য মা-বাবা কী করেন?

৫) পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?

৩. কোন কোন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয় তা লেখো।

৪. তোমার খাতায় নিচের যোগাযোগ নম্বরগুলি (মোবাইল নম্বর) লিখে মুখস্থ করো।

* মা -
* বাবা -
* প্রতিবেশী বা আত্মীয় -
* শ্রেণীশিক্ষক -
* প্রধান শিক্ষক -

জরুরি নম্বর

* পুলিশ - ১০০
* অ্যাম্বুলেন্স - ১০২
* শিশু ও মায়েদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স - ১০৮
* অগ্নিনির্বাপক বাহিনী - ১০১
* চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর - ১০৯৮

• শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স

আমাদের পরিবারের কোনো সদস্যের হঠাৎ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আমাদের কাজে আসে। কেটে গেলে, আঁচড় লাগলে, পুড়ে গেলে বা আঘাত লাগলে এই বাক্সের উপকরণ ব্যবহার করে বাড়িতেই অস্থায়ী ও দ্রুত চিকিৎসা করা যায়। বাড়ির বড়দের নির্দেশনায় প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সের উপকরণ ব্যবহার করবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সের প্রয়োজনীয় উপকরণ

তুলা, মলম (ক্ষতে লাগানোর, পোড়া ত্বকে লাগানোর ইত্যাদি), ব্যান্ডেজ, কাঁচি, তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র (থার্মোমিটার), বিটাডিন, ডেটল, ব্যান্ডএইড, সেফটিপিন, রুমাল ও ওআরএস (ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন) ইত্যাদি।

৫. নিচের উপকরণগুলি কী কাজে ব্যবহার করা হয়, তার পাশের ঘরে ✓ এমন চিহ্ন দাও।

উপকরণ	১.	কিংবা	২.	
জীবাণুমুক্ত তুলা	ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য		থার্মোমিটার	
কাঁচি	ব্যান্ডেজ কাটার জন্য		মলম কাটার জন্য	
ও আর এস	দুর্বলতায় পান করার জন্য		ক্ষত ধোয়ার জন্য	
লবণ জল	জ্বর এলে মাথায় কাপড় পট্টির জন্য		ক্ষতে লাগানোর জন্য	
বিটাডিন	জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করার জন্য		শরবত তৈরির জন্য।	

৬. সঠিক ছবির নিচে ✓ এমন চিহ্ন দাও।

ক্ষত বাঁধার জন্য ব্যবহার করা হয়	ক্ষতের ব্যান্ডেজ	কাগজ
ক্ষতে লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়	মলম	লবণ
জ্বর মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়	মাপন পট্টি	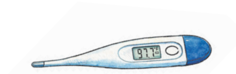 থার্মোমিটার

৭. নিচের যন্ত্রগুলির ছবি পর্যবেক্ষণ করো এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

রক্তে শর্করা মাপার যন্ত্র

রক্তে অক্সিজেন মাপার যন্ত্র

রক্তচাপ মাপার যন্ত্র

- প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সের উপকরণগুলির পরিচয় করে দেবেন এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে বলবেন। শিশুদের সেই জিনিসগুলি হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ করে দেবেন। কোন উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তার প্রায়োগিক প্রদর্শন করে দেখাবেন।
- ব্যবহারের মেয়াদ তারিখ (এক্সপায়ারি ডেট) দেখে সঠিক উপকরণ রাখবেন।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.১
পা. ফ. ১০

১২. সামাজিক আচরণের নিয়ম

পরিবেশে চলাফেরা করার সময় আমাদের কিছু আচরণের কারণে অন্যদের অসুবিধা হতে পারে। তাই অন্যদের কষ্টদায়ক আচরণ আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত।

আমার কৃতি

১. নিচের ছবিগুলি দেখো। সঠিক কাজের নিচের ✓ ঘরে চিহ্ন ✕ এবং ভুল কাজের নিচে চিহ্ন দাও।

- ন্যায্যমূল্যের সামাজিক আচরণ সম্পর্কে আলোচনা ও কথোপকথন করবেন এবং তার একটি তালিকা তৈরি করবেন।

২. সঠিক কাজের সামনের ঘরে চিহ্ন ✓ এবং ভুল ✕ কাজের সামনে চিহ্ন দাও।

১) হাসপাতালে জোরে জোরে কথা বলবে। ☐

২) রাস্তা পার হওয়ার সময় জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করবে। ☐

৩) সার্বজনীন বাগানের ফুল ছিঁড়ে নেবে। ☐

৪) পশু ও পাখিদের আঘাত করবে না। ☐

৫) রাস্তায় থুতু ফেলবে না। ☐

৩. ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং তুমি কী করবে তা লেখো।

১) বন্ধু স্কুলের বেঞ্চে ধারালো বস্তু দিয়ে আঁচড় কাটছে।

– ....

২) সার্বজনীন জলের নল খোলা রয়েছে এবং সেখান থেকে জল পড়ছে।

– ....

৩) বাসে এক বৃদ্ধ দাদু দাঁড়িয়ে আছেন আর তুমি সিটে বসে আছ।

– ....

৪. ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করে যানবাহন চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করো।

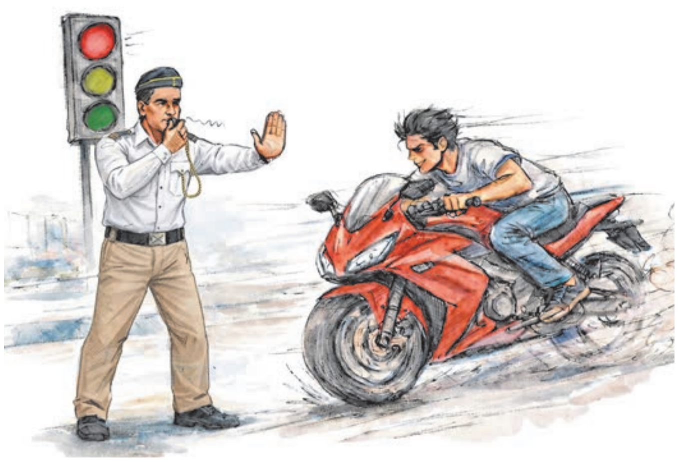

- যানবাহন চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে তথ্য জানাবেন।
- যানবাহন চলাচলের নিয়ম নিয়ে নাট্যাভিনয় করাবেন।

রাস্তার যানবাহন চলাচল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ট্রাফিক নিয়ম ও চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। এই ট্রাফিক নিয়ম ও চিহ্ন সকলের মেনে চলা উচিত।

৫. তোমার এলাকার বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সময় নিচের চিহ্নগুলি দেখা যায় কি না দেখো এবং সেগুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

১) থামো

২) সামনে স্কুল আছে

৩) প্রবেশ নিষেধ

৪) সরু সেতু

৫) রেলপথ
(রেলওয়ে ক্রসিং)

৬) গাড়ি পার্কিং নিষেধ
(নো পার্কিং)

৭) গতিরোধক
(স্পিড ব্রেকার)

৮) পথচারী পারাপার - পথ

৯) অতিক্রম করা নিষেধ
(নো ওভারটেকিং)

১০) হর্ন বাজানো নিষেধ
(নো হর্ন)

৬. তোমার জানা ট্রাফিক চিহ্নগুলি কার্ডবোর্ডের সাহায্যে তৈরি করো এবং তোমার স্কুল পরিবেশে লাগাও।

- ট্রাফিক পুলিশের সাক্ষাৎকারের আয়োজন করবেন।
- ট্রাফিক চিহ্নের ফ্ল্যাশকার্ড তৈরি করে খেলার আয়োজন করবেন।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.১
পা. ফ. ১১

১৩. জরুরি পরিস্থিতিতে আচরণ

জরুরি পরিস্থিতি বলতে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট হঠাৎ বিপদকে বোঝায়। এর মধ্যে ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ঘটনা, আগুন লাগা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

আমার কৃতি

১. ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

১. মানুষের ভিড় কেন জমেছে? ....

২. ফোন কাকে করা হয়েছে মনে হয়? ....

৩. কোন গাড়িটি এসেছে? ....

৪. অগ্নিনির্বাপক বিভাগের ফোন নম্বর কত? ....

৫. কেন অগ্নিনির্বাপক বিভাগকে ডাকা হয়েছে? ....

২. তোমার জানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবনির্মিত দুর্যোগের নাম লেখো।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ	মানবনির্মিত দুর্যোগ

৩. জরুরি পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা লেখো।

....

....

....

....

◈ জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ নম্বর

পুলিশ - ১০০

অগ্নিনির্বাপক বাহিনী - ১০১

চাইল্ড হেল্পলাইন - ১০৯৮

অ্যাম্বুলেন্স - ১০২, ১০৮

- 'জরুরি পরিস্থিতি' এই ধারণাটি বুঝিয়ে বলবেন। এছাড়া ভূমিকম্প, বন্যা, দেয়াল ধসেপড়া, দুর্ঘটনা ইত্যাদি জরুরি পরিস্থিতি ঘটলে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার প্রায়োগিক প্রদর্শন করাবেন।
- অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ও অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীদের সরাসরি ডেকে সাক্ষাৎকারের আয়োজন করবেন।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.১
পা. ফ. ১২

১৪. স্ব-নিরাপত্তা : ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ

ভালো স্পর্শ

যে স্পর্শে আমাদের নিরাপদ
ও আনন্দ মনে হয়,
তাকে ভালো স্পর্শ বলে।

খারাপ স্পর্শ

যে স্পর্শে অস্বস্তি, ভয়
বা লজ্জা অনুভব হয়,
তাকে খারাপ স্পর্শ
বলে।

• ছবির সাহায্যে আত্মসুরক্ষার অর্থ বুঝিয়ে বলবেন। ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন।

◈ স্ব-নিরাপত্তার নিয়ম

সংকটকালীন বা অনিরাপদ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার নিচের নিয়মগুলো মনে রাখো।

১. তোমার শরীরের উপর শুধুমাত্র তোমারই অধিকার আছে। তোমার অনুমতি ছাড়া কাহারো তোমাকে স্পর্শ করার অধিকার নেই।

২. বাবা-মায়ের কাছে কোনো কথা লুকাবে না।

৩. সংকটের সময় না বলতে শেখো। কেউ যদি জোর করে খারাপভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করে, তাহলে ভয় না পেয়ে জোরে চিৎকার করো বা বড় করে না বলো।

৪. যদি কেউ কোনো স্পর্শকে গোপন রাখতে বলে, তাহলে বুঝবে সেটি অবশ্যই খারাপ স্পর্শ (ব্যাড টাচ)।

৫. সব স্পর্শ সবসময় খারাপ হয় না।

৬. যদি অসুরক্ষিত মনে হয়, তাহলে সেখান থেকে দৌড়ে চলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে কোনো নিরাপদ জায়গা বা ভিড়যুক্ত স্থানে চলে যাও।

৭. তোমার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে (মা, বাবা, শিক্ষক, পুলিশ) ঘটনাটি বলো। যতক্ষণ না কেউ তোমার কথা শুনছে, ততক্ষণ বলতে থাকো।

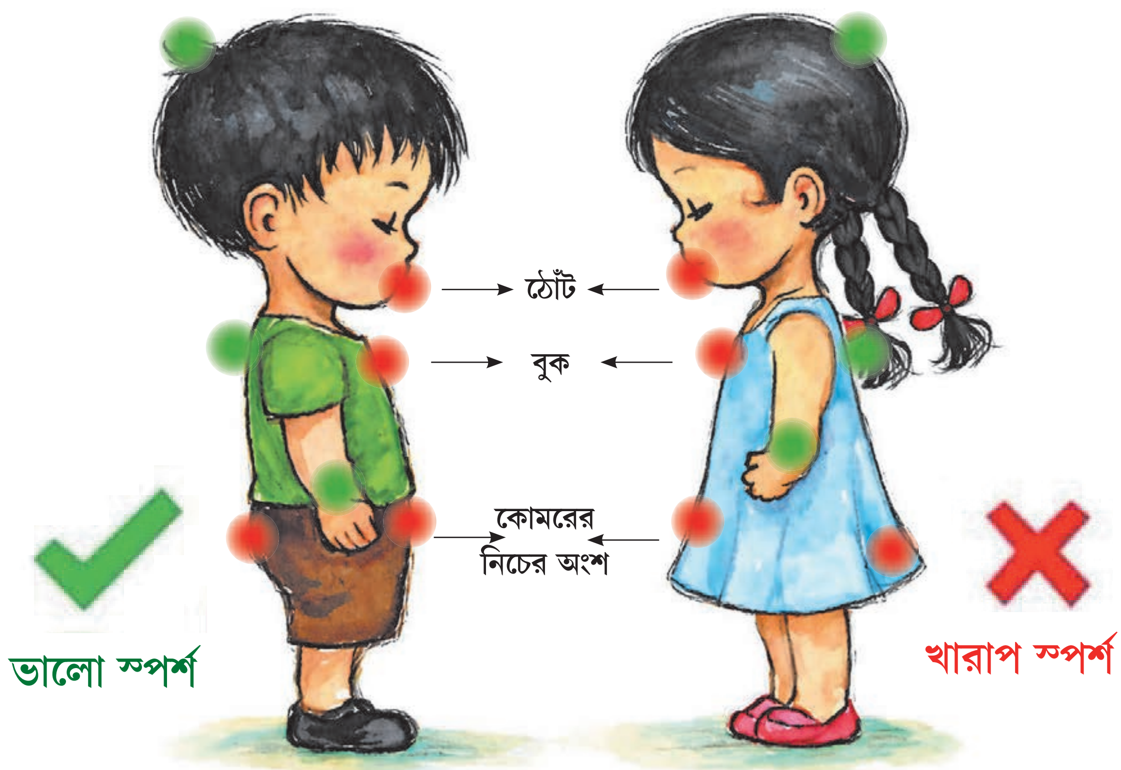

- ভালো ও খারাপ স্পর্শ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- কীভাবে স্ব-সুরক্ষা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর, মনোদর্পণ ও টেলিমানস হেল্পলাইন নম্বর প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক।
- বিদ্যালয়ের অভিযোগ বাক্স সম্পর্কে তথ্য বলবেন।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.৩
পা. ফ. ১৩

১৫. পরিবেশের পেশা পরিচিতি

প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো না কোনো কাজ করে নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। একে পেশা বলা হয়। নিচে এমন কিছু পেশার ছবি দেওয়া হয়েছে।

আমার কৃতি

১. নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করো এবং সেই পেশাগুলি সম্পর্কে তথ্য বলো।

২. উপরের ছবিগুলি ছাড়া আরও কিছু পেশাজীবীর ছবি সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে লাগাও।

- বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো পেশাগত স্থানে ক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাবেন এবং প্রদত্ত পেশাজীবীর সাক্ষাৎকার নেবেন।

পা. উ. ২
পা. দ. ২.৩
পা. ফ. ১৪

◈ পরিবেশের পারম্পরিক পেশা

যে পেশাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে করা হয়, সেই পেশাগুলিকে পারম্পরিক পেশা বলা হয়।

আমার কৃতি

১. আমি কী করছি?

....

....

....

....

....

....

২. তোমার জানা বিভিন্ন পারম্পরিক পেশার তালিকা তৈরি করো।

....

....

....

....

....

৩. তোমার বাড়ির কাছে বিদ্যালয়ের কাছে থাকা কোনো পারম্পরিক পেশার কর্ম স্থানে ভ্রমণ করো। সেখানে কর্মরত ব্যক্তির কাছ থেকে তাদের কাজ সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার সময় নিচের প্রশ্নগুলি ব্যবহার করো।

১) আপনি কী কাজ করেন?
২) এই কাজের জন্য আপনাদের কী কী উপকরণ লাগে?
৩) আপনার ঠাকুরদা-ঠাকুরমাও কি এই একই পেশায় ছিলেন?
৪) আপনারা কী কী জিনিস তৈরি করেন?
৫) তৈরি হওয়া জিনিসগুলি কোথায় বিক্রি করেন?

- প্রাপ্ত তথ্য এখানে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- ছবি দেখিয়ে তাতে থাকা পেশাগুলি বুঝিয়ে বলবেন।
- এই পেশাগুলিকে কেন পারম্পরিক পেশা বলা হয় তা বোঝাবেন এবং অন্যান্য পারম্পরিক পেশা সম্পর্কে তথ্য দেবেন।
- বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো পারম্পরিক পেশার স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতে বলবেন।

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.১
পা. ফ. ১৫

◈ পরিবেশের আধুনিক পেশা

পরিবর্তিত সময় ও আমাদের বদলে যাওয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পেশার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। এই ধরনের নতুন ধরনের পেশাগুলিকে 'আধুনিক পেশা' বলা হয়।

আমার কৃতি

১. নিচে দেওয়া ছবির পেশাগুলি চেনো ও লেখো।

....

....

....

....

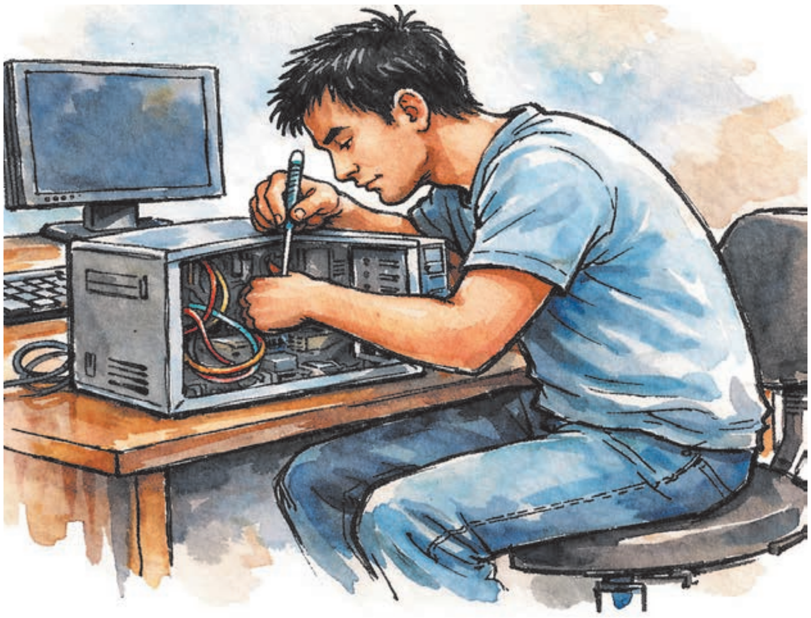

২. আধুনিক পেশার ছবি সংগ্রহ করে লাগাও।

৩. কাছাকাছি কোনো আধুনিক পেশার প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করো। পেশাজীবীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করো। পেশাজীবীর সাক্ষাৎকার নিয়ে এখানে লিখে রাখো।

....

....

....

....

....

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.১
পা. ফ. ১৬

• আধুনিক পেশা সম্পর্কে তথ্য দেবেন।

◈ পেশার ভিন্নতা

আমার কৃতি

১. দেওয়া ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ কর এবং তার মধ্যে থাকা ভিন্নতা চিহ্নিত করো।

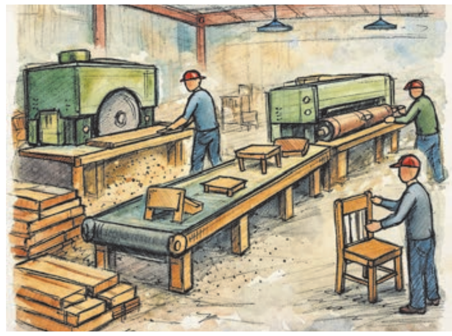

• একই ধরনের দুটি পেশার মধ্যে পার্থক্য ছবির মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করবেন।

২. শব্দ ধাঁধা

এলোমেলো অক্ষরগুলি ঠিকভাবে বসিয়ে পেশাগুলি চেনো।

১. দ প্রাসনীম্প -

২. ল্পকুর মাশি -

৩. ন চিত্রাঙ্ক -

৪. রিনহবপ -

৫. যচাস্যত্ম -

৩. নীচের ছকের মধ্যে থেকে ব্যবসায়ীদের নাম খোঁজ করো।

ই	ঞ্জি	নি	য়া	র	ছ	বি	কা	র
আ	অ	খ	দো	কৃ	সে	পু	লি	শ
ই	ধ্যা	সৈ	কা	য	হ	পা	লে	খ
ক	ন	প	নি	ন	ক	ই	ঝ	দ
প	জী	ক	ক	দা	গা	য়	ক	র্জি
গ	বী	কা	মা	র	কু	মো	র	বে
না	বি	ক	ডা	জে	রাঁ	ধু	নি	য
র	নি	থ	শ	ক্তা	লে	ম	না	বি
ক	বি	চা	র	ক	সাং	বা	দি	ক

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.১
পা. ফ. ১৭

• পারম্পরিক ও আধুনিক পেশার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন।

১৬. শ্রমের মর্যাদা

প্রত্যেকে কিছু না কিছু ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে। সব কাজ একা করা সম্ভব নয়। তাই একে অপরের সাহায্য নিতে হয়। এজন্য প্রত্যেকের কাজই গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ :

১. পরিচ্ছন্নতা কর্মী ময়লা একত্রিত করে।
২. কৃষক ফসল ফলায়।
৩. শিক্ষক পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখাতে সাহায্য করেন।
৪. দমকলকর্মী আগুন নেভায়।
৫. ডাক্তার চিকিৎসা করেন।

- **প্রত্যেক ব্যক্তি কাজ করার ফলে আমাদের জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলতে সাহায্য হয়।**
- **প্রত্যেকের কাজকে আমাদের সম্মান করা উচিত।**

আমার কৃতি

১) তোমার স্কুলের কাকা, মাসি ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দেওয়ার জন্য সুন্দর কাগজের ফুল তৈরি কর এবং তাদের দিয়ে ধন্যবাদ জানাও।

২) সৈনিকদের পাঠানোর জন্য রাখি তৈরি কর এবং তার উপর সুন্দর একটি ধন্যবাদ বার্তা লেখো।

- পেশাজীবী ও সহায়তাকারীরা কাজ না করলে কী হবে, এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- কর্ম এবং কর্মীদের সম্মান করা যে জরুরি, তা বুঝিয়ে বলবেন।
- ফুলের তোড়া, রাখি ও শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করে নেবেন।

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.১
পা. ফ. ১৮

১৭. হস্তকৌশল- ২

রঙিন কাগজ দিয়ে ফুলের তোড়া

কাগজ দিয়ে নানা ধরনের আকর্ষণীয় কলাকৃতি তৈরি করা যায়। বন্ধু-বান্ধবদের নিজের হাতে তৈরি ফুলের তোড়া উপহার দিলে তাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে। তাই রঙিন কাগজ ব্যবহার করে আমরা ফুলের তোড়া তৈরি করব।

আমার কৃতি

নিচে দেওয়া উপকরণ ও সামগ্রী ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে কাজ করো।

উপকরণ ও সামগ্রী : কার্ডশিট, সাদা টিস্যু পেপার, বিভিন্ন রঙের পাতলা কাগজের টুকরো,আঠা, স্কেচপেন ইত্যাদি।

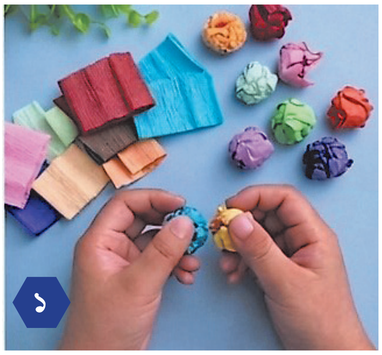

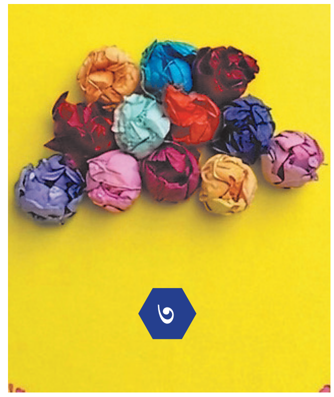

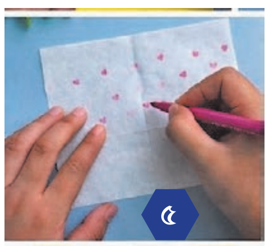

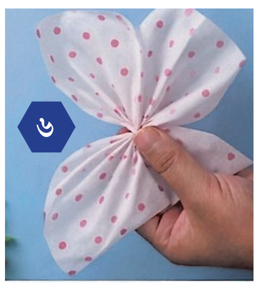

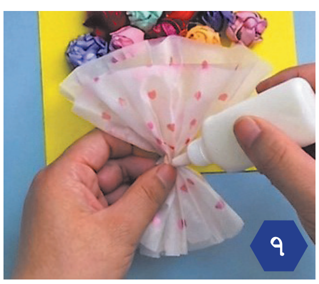

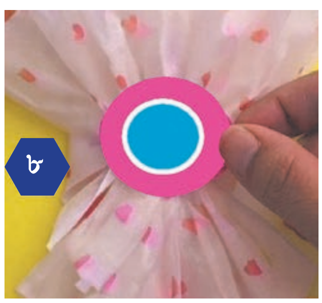

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. ফ. ২১.২

• ফুলের তোড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আনতে বলবেন এবং নমুনা অনুযায়ী ফুলের তোড়া তৈরি করায়ে নেবেন।

১৮. পশুপাখি সম্পর্কিত ব্যবসা

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রাণী ও পাখির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের ব্যবহার করে আসছে, কৃষিকাজ, পরিবহন, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে। গ্রাম ও শহরের আশেপাশে কিছু পরিবার গরু ও মহিষ, মুরগি বা ছাগল পালন করে ব্যবসা করে এবং তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। আমরা প্রতিদিন যে দুধ, ডিম, মধু ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাই তা প্রাণী থেকেই পাই। এই গুলো বিক্রি করে বিভিন্ন ব্যবসা করা হয়। যেমন- দুগ্ধ ব্যবসা, মুরগি পালন, মধু বিক্রি ইত্যাদি।

আমার কৃতি

১) নিচে পশুপাখির ছবি দেওয়া আছে। ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করো। পশুপাখির দ্বারা আমাদের কী কী উপকার হয় তা লেখো।

পশুপাখির ছবি	উপকার

২. তোমার এলাকার প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের ব্যবহার লেখো।

১) কুকুর ....

২) বিড়াল ....

৩) বলদ ....

৪) কেঁচো ....

৫) গাধা ....

পশুপাখি সম্পর্কিত ব্যবসা :

৩. নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করো এবং সে বিষয়ে আরও তথ্য বলো।

৪. তোমার আশেপাশের পশুপাখি সম্পর্কিত ব্যবসা ক্ষেত্র পরিদর্শন করো।

ক্ষেত্রপরিদর্শনের স্থান :

১. দুগ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র/ডেইরি
২. ঘরোয়া হাঁসমুরগি পালন/পোলট্রি ফার্ম
৩. ঘরোয়া ছাগল বা ভেড়া পালনের গোট ফার্ম
৪. মৌমাছি পালন কেন্দ্র

ক্ষেত্র পরিদর্শনের পর নিচের প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে তথ্য লেখো।

- কোন কোন প্রাণী বা পাখি পালন করা হয়েছে? তাদের নাম লেখো।
- তাদের কী খাবার দেওয়া হয়?
- তাদের কীভাবে যত্ন নেওয়া হয়?
- কোন প্রাণী থেকে কী উৎপাদন পাওয়া যায় তা দেখো ও লেখো।
- সেই উৎপাদনগুলো কীভাবে সংরক্ষণ ও বিক্রি করা হয়?
- তুমি কোন ব্যবসা করতে পছন্দ করবে? কেন?

৫. তোমার গ্রাম/এলাকায় কোন কোন ব্যবসা করা হয়, তা লেখো।

৬. নিচের বিষয়গুলোর সাহায্যে তোমার এলাকার একজন ব্যবসায়ীর তথ্য লেখো।

বিষয় :
- ব্যবসায়ীর নাম
- কী কাজ করে
- কতদিন ধরে কাজ করছে
- কাজের উপকারিতা
- পরিবারের কে কে ব্যবসায় সাহায্য করে?

৭. জোড়া মেলাও : প্রাণী ও তাদের থেকে প্রাপ্ত বস্তু।

অ	উত্তর	ব
গাভী		মধু
মৌমাছি		উল
মুরগি		দুধ
ভেড়া		ডিম

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.১
পা. ফ. ২০

- পরিবেশের পশুপাখি সম্পর্কিত ব্যবসার স্থানে শিক্ষার্থীদের একটি ক্ষেত্রপরিদর্শন আয়োজন করবেন।
- ক্ষেত্রপরিদর্শন আয়োজন করা এটা বাধ্যতামূলক।

১৯. মৎস্য ব্যবসা

মৎস্য ব্যবসা বলতে মাছ ধরা, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বোঝায়। মাছ ধরার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। নদী, খাল, বাঁধ, পুকুর, সমুদ্র এবং ব্যক্তিগত জলাশয়ে মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে অনেক প্রকার ও বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ধরনের মাছ :

কাতলা মাছ

মৃগেল মাছ

মিউলেট মাছ

পাপলেট মাছ

সুরমাই মাছ

চ্যানোস মাছ

মাছ মানুষের জন্য একটি পুষ্টিকর খাদ্য। মাছ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বেশি দিন সংরক্ষণ করার জন্য মাছ বরফে রাখা হয়। টাটকা মাছ, শুকনো মাছ ও লবণাক্ত মাছও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টাটকা মাছের বাজারদর বেশি হয়। মৎস্য ব্যবসার মাধ্যমে নগদ আয় হয় এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

আমার কৃতি

১. তুমি যে মাছগুলোর নাম জানো সেগুলো বলো।

পা. উ. ৩
পা. দ. ৩.২
পা. ফ. ২০

- পরিবেশের মাছ বাজারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাবেন। সেখানে বিভিন্ন মাছ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

২. সুশোভন (সজ্জা)

প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে সুশোভনের কাজ করো।

উপকরণ ও সামগ্রী :– সাদা কাগজ, পেন্সিল, পিস্তা/চিনা বাদামের এর খোলস (খোসা), রং, তুলি।

• খোলস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কলাকৃতি তৈরি করায়ে নেবেন।

২০. প্রয়োজনীয় দক্ষতা

কোনো কাজ কার্যকরভাবে ও ভালোভাবে করার ক্ষমতাকেই দক্ষতা বলা হয়। শুধু কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানা যথেষ্ট নয় সেই তথ্য ব্যবহার করে বাস্তব কাজ সঠিক ভাবে করা জরুরি।

উদাহরণ - কম্পিউটারের তথ্য পড়া মানে জ্ঞান অর্জন করা, কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করে বাস্তবে কাজ করা তাকে দক্ষতা বলে।

- **হস্ত দক্ষতা –** হাতের সাহায্যে সঠিকভাবে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষমতা। যেমন- ঘরের কাজ করা, সেলাই করা, হস্তশিল্পের জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি হস্ত দমতার উদাহরন।

- **যোগাযোগ দক্ষতা :** অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও তথ্য স্পষ্ট ও কার্যকরভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা।

- **প্রযুক্তিগত দক্ষতা :** কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র, সরঞ্জাম বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা।

দক্ষতার গুরুত্ব :

- **স্বনির্ভরতা :** আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়া।
- **আত্মবিশ্বাস :** কোনো কাজ ভালোভাবে করতে পারলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- **সৃজনশীলতা :** নতুন নতুন ধারণা আসে এবং নতুন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা তৈরি হয়।

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. ফ. ২১

• দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

◈ হস্তকৌশল : উপহার বাক্স

উৎসব, জন্মদিন বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে আমরা বন্ধুদের উপহার দিয়ে থাকি। যদি সেই উপহারটি তোমরা নিজের হাতে তৈরি করে সুন্দর একটি বাক্সে দাও, তাহলে সেটি আরও মূল্যবান মনে হয়। কার্ডশিট ব্যবহার করে আজ আমরা একটি ছোট উপহার বাক্স তৈরি করতে শিখব।

আমার কৃতি

১. নিচে দেওয়া উপকরণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে ছবির ক্রমানুসারে কাজটি করো।

উপকরণ ও সরঞ্জাম : কার্ডশিট, কাঁচি, আঠা, স্কেচ পেন ইত্যাদি।

কৃতিক্রম :

১

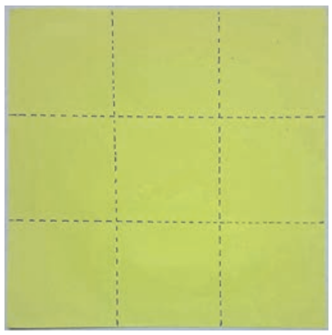

২

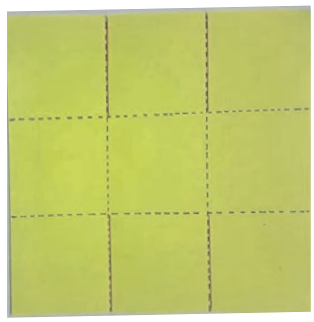

৩

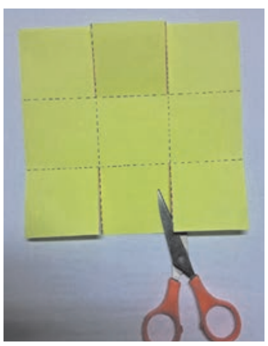

৪

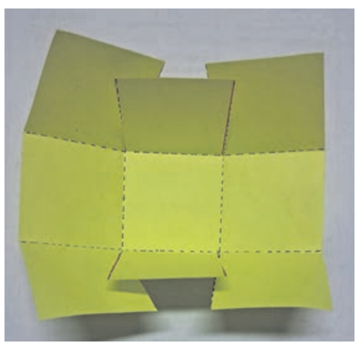

৫

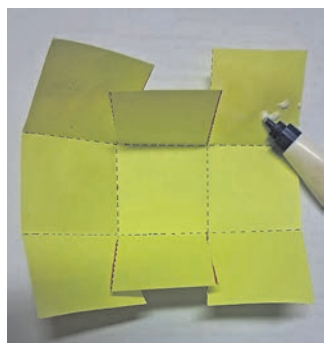

৬

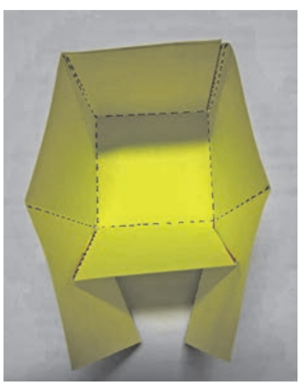

৭

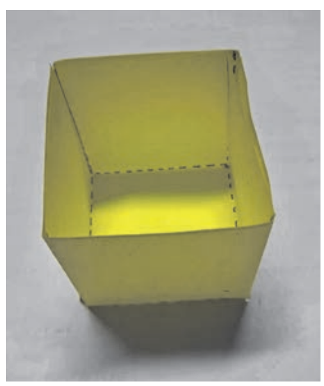

৮

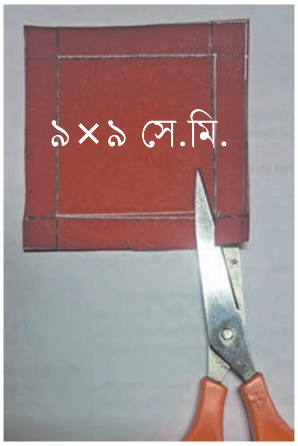

৯

১০

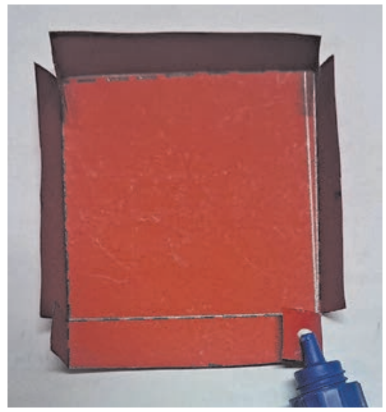

১১

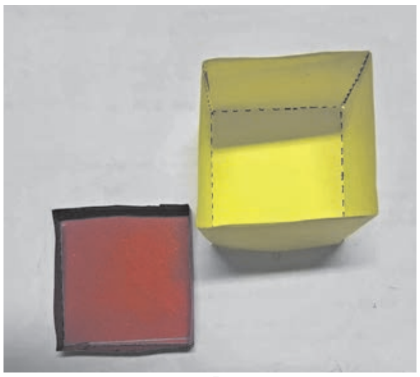

১২

১৩

১৪

১৫

আকর্ষকতা বাড়ানোর জন্য টিকলি, পুঁতি ইত্যাদি ব্যবহার করো।

নিরাপত্তা :

- কাঁচি নিরাপদভাবে ব্যবহার করো।

- উপহার বাক্স তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আনতে বলবেন।
- বিভিন্ন আকারের মাপ নেওয়ার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দেবেন।

২. পাতা ও ফুলের সাজসজ্জা

বিভিন্ন ধরনের পাতা ও ফুল ব্যবহার করে সুন্দর কারুকার্য তৈরি করা যায়। সহজলভ্য পাতা ও ফুল দিয়ে রঙ্গোলি, মালা, তোরন, গজরা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নিচে পাতা ও ফুল দিয়ে তৈরি রঙ্গোলি ও সাজসজ্জার ছবি দেওয়া আছে। তোমার পছন্দ অনুযায়ী পাতাফুল দিয়ে কোনো একটি সাজসজ্জা বা রঙ্গোলি তৈরি করো।

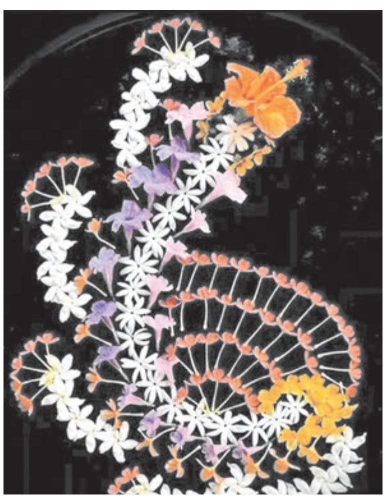

◈ সম্ভাষণ দক্ষতা

আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলি। ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনকে ‘সংলাপ’ বলা হয়। ভালো সংলাপের জন্য সঠিকভাবে কথা বলা জরুরি। একে ’সম্ভাষণ দক্ষতা’ বলে।

আমার কৃতি

১. নিচের সংলাপগুলো পড়ে সঠিক ও ভুল সম্ভাষণ চিহ্নিত করো।

- **প্রথম বন্ধু :** তুমি কি আমাকে তোমার কাছের গল্পের বইটি পড়তে দেবে?
  দ্বিতীয় বন্ধু : হ্যাঁ। এই নাও!
  প্রথম বন্ধু : ধন্যবাদ! ....

- **ঠাকুরমা :** বাছা, তুমি কি এই ঠিকানাটা বলতে পারবে?
  মেয়ে : না! আমি এখন কাজে ব্যস্ত আছি। অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো।
  (বিরক্তিকর স্বরে) ....

- **মহিলা :** আমি জনগণনার জন্য এসেছি। বাড়িতে কি বড় কেউ আছেন?
  ছেলে : না কাকিমা, এখন মা-বাবা বাড়িতে নেই।
  মহিলা : তুমি কি তথ্য দিতে পারবে?
  ছেলে : (ভদ্রভাবে) না কাকিমা, দয়া করে আপনি পরে আসবেন। ....

- **শিক্ষক :** বাচ্চারা, আমাদের একটি শিশু সভা আয়োজন করতে হবে।

  মেয়ে : হ্যাঁ স্যার, কবে হবে শিশুসভা?

  শিক্ষক : আগামী সপ্তাহে করি, কেমন?

  ছেলে : ঠিক আছে স্যার, আগামী শুক্রবার করি।

  শিক্ষক : তাহলে... কে প্রস্তুত আছ, শিশুসভা কাজের দায়িত্ব নিতে?

  মেয়ে : আমি প্রস্তুত আছি স্যার।

  ছেলে : আমিও প্রস্তুত আছি স্যার। ....

২. সঠিক সম্ভাষণ লেখো।

- ক্রেতা ও দোকানদারের মধ্যে সংলাপ।

____

____

____

____

____

____

- বাড়িতে অতিথি আসার পর তার সাথে হওয়া সংলাপ।

____

____

____

____

____

____

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. ফ. ২৩

- বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংলাপ তৈরি করবেন।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা

যন্ত্র বা সরঞ্জামের সাহায্যে কোনো কাজ পরিষ্কারভাবে করার ক্ষমতাকে ‘প্রযুক্তিগত দক্ষতা’ বলা হয়।

প্রযুক্তিগত দক্ষতার গুরুত্ব :

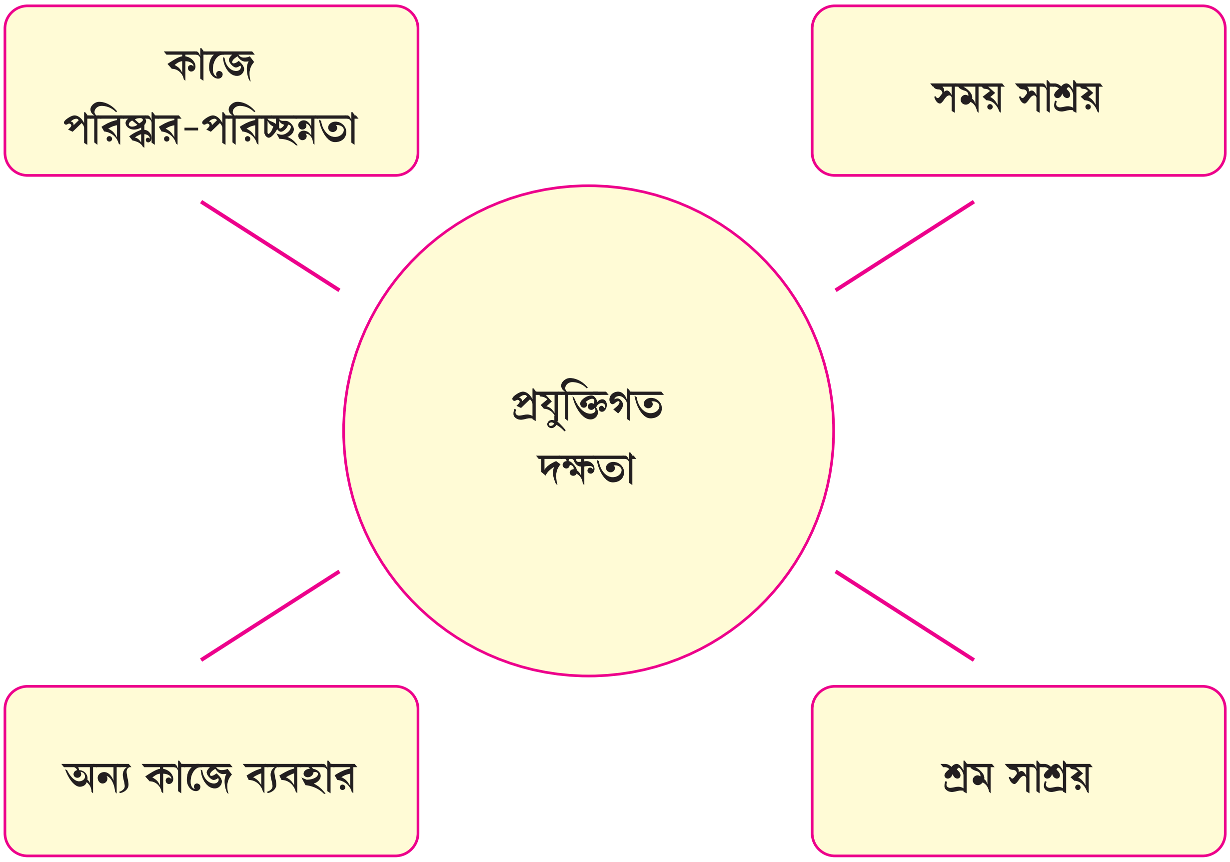

আমার কৃতি

১. বাড়ির প্রযুক্তিগত উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করো।

....

....

২. দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহারের গুরুত্ব বলো।

....

....

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. দ. ২৪

• আলোচনা করে প্রযুক্তিগত দক্ষতার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

প্রযুক্তিগত উপকরণ :

দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে গিয়ে আমরা নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করি। তার মধ্যে কিছু কৃতি নিচে দেওয়া হলো।

৩. নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে ছবিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলোর তালিকা তৈরি কর এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটা

রঙ্গলির ছাপের সাহায্যে রঙ্গোলি আঁকা

সুই ও সুতো দিয়ে মালা তৈরি করা

ছুরি দিয়ে সবজি কাটা

ব্রাশ দিয়ে প্রদীপ রঙ করা

২১. প্রযুক্তিতে পরিবর্তন

পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিতেও পরিবর্তন ঘটছে।

আমার কৃতি

১. নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রযুক্তিতে হওয়া পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করো।

হামানদিস্তা

মিক্সার

ল্যান্ডলাইন দূরভাষ

মোবাইল ফোন

সাধারণ টিভি

এলইডি টিভি

সাধারণ ব্ল্যাকবোর্ড

ইন্টারঅ্যাকটিভ বোর্ড

সাধারণ কম্পিউটার

ল্যাপটপ-কম্পিউটার

চুলা

গ্যাসের চুলা

সাইকেল

গিয়ারযুক্ত সাইকেল

২. এগুলো ছাড়া পূর্বের সময় ও বর্তমানে একই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় এমন আরও কিছু জিনিসের তালিকা তৈরি করো।

....

....

....

....

....

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. ফ. ২৪

• প্রযুক্তিতে পরিবর্তন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা/চর্চা করবেন।

২২. কম্পিউটারের অংশ পরিচয়

বর্তমান সময়ে অনেক জায়গায় কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। যেমন- স্কুল, অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল ইত্যাদি।

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এতে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তথ্যের প্রক্রিয়া করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষিত তথ্য পুনরায় ব্যবহার করা যায়। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ থাকে। নিচের ছবিতে কম্পিউটারের অংশ ও ব্যবহার দেওয়া হলো তার পর্যবেক্ষণ করো।

মনিটর ব্যবহার : স্ক্রিনে তথ্য দেখা যায়	কীবোর্ড ব্যবহার : অক্ষর, সংখ্যা ও চিহ্ন টাইপ করার জন্য
মাউস ব্যবহার : তথ্য নির্বাচন ও স্ক্রিন স্ক্রল করার জন্য	সিপিইউ ব্যবহার : তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য
প্রিন্টার ব্যবহার : তথ্য মুদ্রণ করার জন্য	স্পিকার ব্যবহার : আওয়াজ শোনার জন্য

আমার কৃতি

১. কম্পিউটারের অংশগুলোর নাম এই শব্দজাল এ লুকানো আছে। সেগুলোর নাম খুঁজে বের করে গোল করে চিহ্নিত কর এবং লেখো।

উ	টো	স্পি	কা	র
ই	জ	হ	লি	মা
পি	র	কী	উ	ত
সি	ঃটা	স	বো	দ

১) ....

২) ....

৩) ....

৪) ....

৫) ....

২. নিচের ছবিতে দেওয়া কীবোর্ডে যে ক্রমে সংখ্যা ও অক্ষর রয়েছে, সেই ক্রমে লেখো।

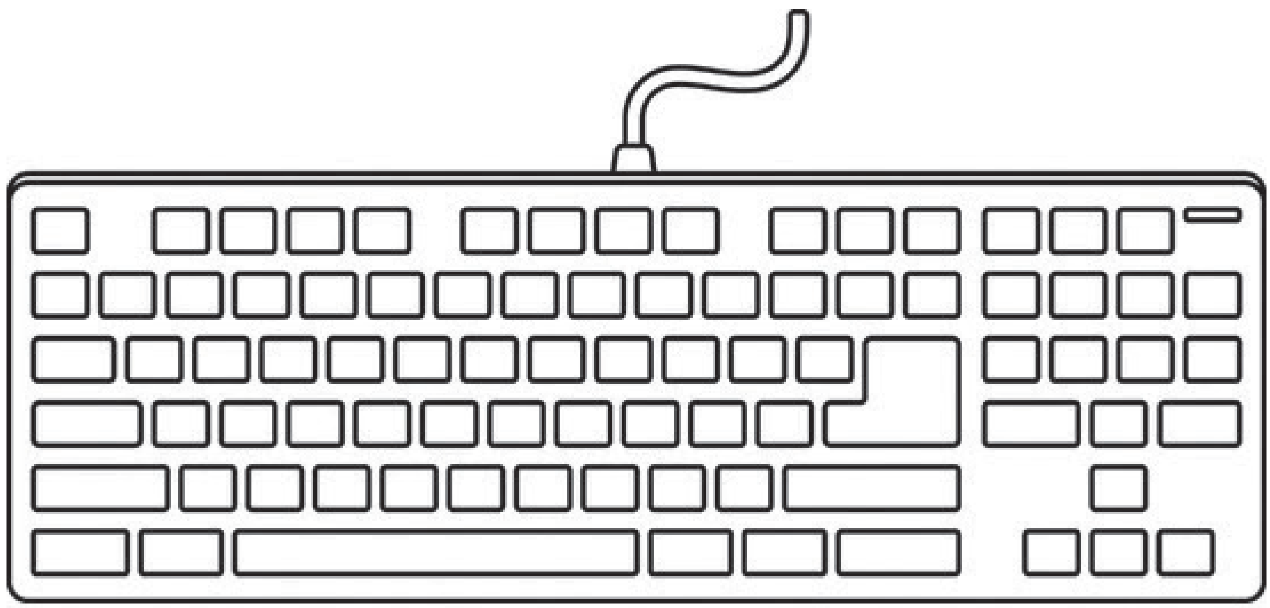

- কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের পরিচয় করাবেন।
- কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার বুঝিয়ে বলবেন।

পা. উ. ৪
পা. দ. ৪.১
পা. দ. ২৪.৩, ৪

◈ কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করা :

কম্পিউটারের ব্যবহারে অনেক কাজ সহজ ও তাড়াতাড়ি হয়, তাই কম্পিউটার অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটি কীভাবে চালু ও বন্ধ করতে হয় তা জানা জরুরি।

আমার কৃতি

১. কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ কর এবং নিজে করে দেখো।

- **কম্পিউটার চালু করা :**

১. কম্পিউটারের প্লাগটি বিদ্যুতের সকেটে সংযুক্ত করো এবং সুইচ অন করো।

২. সি. পি. ইউ (CPU) বা মনিটরের পাওয়ার বোতাম চাপো।

৩. মনিটর চালু হবে, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। ডেস্কটপ দেখা যাবে।

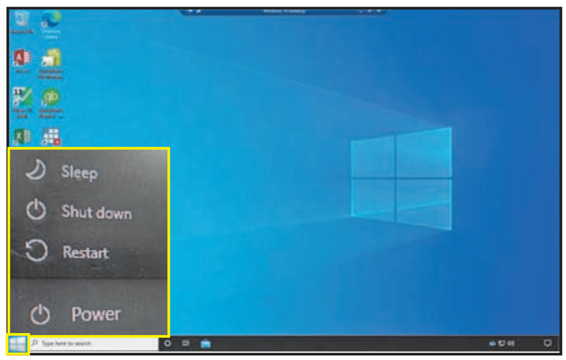

- **কম্পিউটার বন্ধ করা :**

১. কম্পিউটারের নিচের দিকে থাকা স্টার্ট আইকনে কার্সর নিয়ে যাও।

২. সেখানে অপশনটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩. মাউসের বাম বোতামে ক্লিক করে পাওয়ার বিকল্প অপশনে ক্লিক করো।

৪. এরপর তোমার সামনে স্লীপ, ডাউন এবং রিস্টার্ট এই তিনটি অপশন আসবে।

৫. মাউসের বাম বোতাম দিয়ে শাট ডাউন অপশনে ক্লিক করো। কম্পিউটার সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

- **মনে রাখবে :**

> হঠাৎ করে কম্পিউটার বন্ধ করবে না। সবসময় শাট ডাউন অপশন ব্যবহার করে বন্ধ করতে হবে।

> শিক্ষকের বা অভিভাবকের সাহায্যে কম্পিউটার ব্যবহার করবে।

> শিক্ষকের বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য ডাউনলোড বা শেয়ার করবে না।

- শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার কক্ষে কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার অনুশীলন করাবেন।

আমার পৃষ্ঠা

আমি মামার সাথে গ্রাম ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এসো, নিচের ছবিতে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুঁজে বের করি।

আমার এলাকায় কিছু ব্যবসা

এসো, নিজের এলাকার ব্যবসাগুলো চিহ্নিত করি।

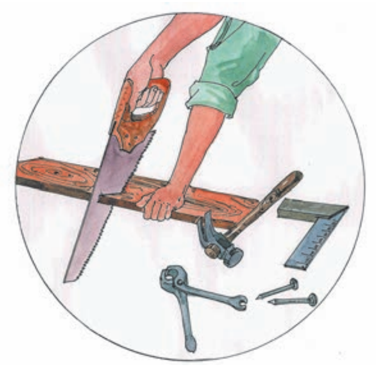

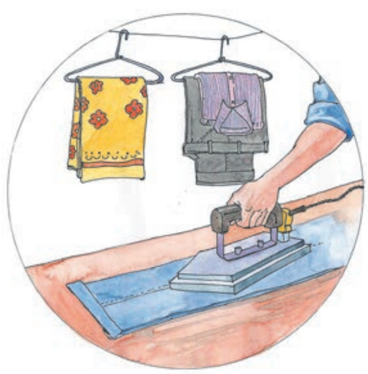

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে।

कार्यशिक्षण इयत्ता तिसरी (बंगाली माध्यम)

₹ 61.00